প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৬ ◆ ৬ - ১২ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জপমালার রাণী মা মারীয়া

আলোকিত আন্দোলন

বিশ্ব যুব দিবস কোরিয়া - ২০২৭

দুর্গাপূজার ধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় আমেজ

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা

২৭তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন গমেজ
জন্ম : ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার
মৃত্যু : ১০ অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

"মরণসাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।"

তুমি একদিন সকলকে আনন্দিত করে এসেছিলে এই ধরণীতে। আবার একদিন আমাদের সকলকে রাতের অন্ধকারে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে। কখন যে ২৭টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের মনেই হয় না। তুমি চলে গেছো ঠিকই কিন্তু তোমার চিন্তা-চেতনা, তোমার মতাদর্শ, তোমার কীর্তি ও তোমার পথপ্রদর্শন আমাদের যেমন মনে করিয়ে দেয় তেমনি সমাজে অনেকেই তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তা চিরদিন স্মরণ করবে।

❖❖❖

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত আলফ্রেড গমেজ
জন্ম : ১৭ মে, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় ভাই, দেখতে দেখতে দুইটি বছর চলে গেলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করি।

পরিবারের পক্ষে—
কানন গমেজ

গমেজ বাড়ি, শুলপুর ধর্মপল্লী
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

বিজ্ঞ/২৩২/২৪

"তোমরা ছিলে, তোমরা আছো, তোমরা থাকবে আমাদের হৃদয়ে।"

প্রয়াত লরেন্স পেরেরা
জন্ম: ১০ অক্টোবর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত মেরী করুণা পেরেরা
জন্ম: ৮ আগস্ট, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা ও মা

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেলো। তোমাদের শূন্যতা কোনদিনও পূরণ হবে না। তোমরা ছিলে শক্তিশালী এক বটবৃক্ষ, যার ছায়াতল ছিল আমাদের সবচেয়ে নিরাপদ এবং অত্যন্ত প্রিয় আশ্রয়, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। এখন সেই ছায়াতলের শূন্যতাটা বড়ই অনুভব করি। তোমাদের ভালোবাসার সাথে তৈরী বন্ধনগুলো আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ছে। এই ব্যস্ততার মাঝে যখন অবসর সময়ে মনে হয় পাশে তোমরা থাকলে সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যেতো। শূন্য কবরে তোমাদের নিথর দেহখানি হয়ত এতদিনে মাটিতে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মনে, স্মৃতিতে তোমরা অমর। যতই দিন যায় তোমাদের নিয়ে যত স্মৃতি, মনের গহীনে ততই যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওপারে অনেক ভালো আছো। আর এটিও বিশ্বাস করি, স্বর্গ থেকে আগের মতই আমাদের পরিচালিত করছো। বিপদের সময় আমাদের পথ প্রদর্শন এবং আশীর্বাদ করো। তোমরা থাকবে আমাদেরই মাঝে কালে কালান্তরে, স্বর্গধামে পিতার নিবাসে।

– তোমার স্নেহের সন্তানেরা

বিজ্ঞ/২৩৩/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩৬
০৬ অক্টোবর - ১২ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২১ আশ্বিন - ২৭ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

মায়ের শক্তি বলে দুর্গতি ও দুর্নীতি নাশিতে সক্রিয় হই

অক্টোবর মাসে শরতের নীলাকাশে সাদামেঘের আনাগোনা আর প্রকৃতিতে কাশফুলের শুভ্রতা, শিউলি ফুলের সিগ্ধতাময় মৌ মৌ সৌরভ মানব মনে প্রশান্তি নিয়ে আসে। প্রায়শই এই অক্টোবর মাসেই সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ সামাজিক-ধর্মীয় পার্বণ শারদীয় দুর্গোৎসব মহাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। অন্যদিকে সবসময়েই অক্টোবর মাস জুড়েই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণ জপমালার রাণী মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি দেখায় এবং জপমালা প্রার্থনার শক্তি অনুধাবন করে তা অনুশীলনে নবায়িত হয়। ৭ অক্টোবর বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে জপমালার রাণীর পর্ব পালিত হয়। বাংলাদেশ মণ্ডলীর প্রাচীন কয়েকটি ধর্মপল্লী ও গির্জা জপমালা রাণী মা মারীয়ার কাছে নিবেদিত হওয়াটা প্রকাশ করে জপমালা প্রার্থনার শক্তি আমাদের পূর্বপুরুষেরা কত গভীরভাবে অনুভব করেছেন।

সহজ-সরল এই মালা প্রার্থনার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো তা সম্মিলিত বা একাকিভাবে যেকোন সময়, যেকোন স্থানে করা যায়। তবে যেভাবেই করি না কেন, মায়ের সহায়তা লাভ করবোই। দর্শন দিয়ে মা মারীয়া নিজেই এই প্রার্থনা করার জন্য সকল বিশ্বাসীদেরকে আহ্বান করেন। এছাড়াও নিয়মিত মালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মনের কালিমা দূর হয়। মনে অনুতাপ আসে, ক্ষমার স্পৃহা জাগে ফলে মিলনে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ হয়। ঐতিহ্যগতভাবে প্রায় প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারে মা মারীয়ার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জানিয়ে প্রার্থনা করা হয়। ধর্মপল্লী বা গ্রামে মা মারীয়ার প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা করে জপমালা প্রার্থনা করা হয়। খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধন ও পারিবারিক জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম হলো জপমালা প্রার্থনা। এ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পরিবার ও সমাজ জীবনে সামাজিকতা, ভ্রাতৃত্ব, মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অশান্তি, বিভেদ দূর করে ক্ষমা, মিলন ও আনন্দ লাভ করা যায়। এতে পারিবারিক বন্ধন মজবুত হয়। ব্যক্তি জীবনেও প্রার্থনার শক্তি অত্যন্ত কার্যকর। হতাশা, নিরাশা, শোকে সংকটে মালা প্রার্থনা শক্তি, সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা দান করে।

মালা প্রার্থনার এতো শক্তি জানা থাকলেও দুঃখজনক হলেও সত্যি এখন আর প্রতি সন্ধ্যায় সমবেত মালা, প্রার্থনা খুব কম পরিবারেই হয়। কোন কোন পরিবারে মালা প্রার্থনা হয়ই না। প্রার্থনার বদলে ব্যস্ত আছি পড়াশুনা বা বিনোদনে। আগে একত্রে প্রার্থনার পর গান গাওয়া হতো, গুরুজনদের আশীর্বাদ নেওয়া হতো। ফলে প্রজন্মের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভালোবাসার সম্পর্ক উঠতো। বর্তমানে এ চর্চা অব্যাহত না থাকার কারণে পরিবারে ভাঙ্গন, অশান্তি, অমিল বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে শান্তির প্রত্যাশা করলে মালা প্রার্থনাকে হাতিয়ার করুন। মা মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করে কেউ ব্যর্থ হন নি। যদি ভক্তিভরে চাওয়া হয়, তবে তিনি কাউকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেন না।

সনাতনী বিশ্বাস মতে, ত্রিভূবন বিজয়ী অপশক্তি সম্পন্ন মহিষাসুরের সাথে দেবী দুর্গার যুদ্ধ হয়। শুভশক্তি সম্পন্ন দুর্গা মায়ের শক্তির কাছে পরাজিত হয় অসীম অশুভ শক্তি সম্পন্ন মহিষাসুর। আসুরিক বা অশুভ শক্তি ক্ষণস্থায়ী। শুভ শক্তির জয়ই শুভ বিজয়া। দেবী দুর্গা আদ্যাশক্তি মহামায়ার রূপ। তিনি শুভ মুক্তির প্রতিভূ। তাই দেবী দুর্গা হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে পরম আরাধ্য। তিনি অসুরবিনাশিনী, দুর্গাতিনাশিনী মমতাময়ী মা । যুগে যুগে মা দুর্গা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হন। মা দুর্গা আবির্ভূতা হয়েছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সহ সকল দেবতার সমন্বিত শক্তি নিয়ে। তাই তিনি সর্বশক্তি ধারিণী। যেখানে সকল পুরুষ শক্তি পরাজিত সেখানে নারী শক্তির প্রতীক দেবী দুর্গা বিজয়িনী। তাই শারদীয় দুর্গোৎসব আমাদেরকে মন্দতা থেকে শুভময়তায়, কালো থেকে ভালো আর অন্ধকার থেকে আলোর সন্তান হওয়ার আহ্বান জানায়। শারদীয় দুর্গোৎসবের সর্বজনীন রূপটা যেন ম্লান হয়ে না যায় সেদিকে জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে। জাতির এই বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ শ্রেণি বাংলাদেশের সম্প্রীতির বন্ধনটিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলার পায়তারা শুরু করেছে অন্যধর্মের পার্বণগুলো যথার্থভাবে পালনে তথাকথিত প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টির অপচেষ্টা করে। তবে বাংলার সাধারণ জনগণ ও দেশ পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এই দুর্গতি ও দুর্নীতি দূর করতে সচেতন ও সক্রিয় হবেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস করি।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। †

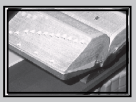

"কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন, এই কারণে মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে, এবং সেই দু'জন একদেহ হবে; সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ।" (মার্ক ১০ ঃ ৬-৮)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

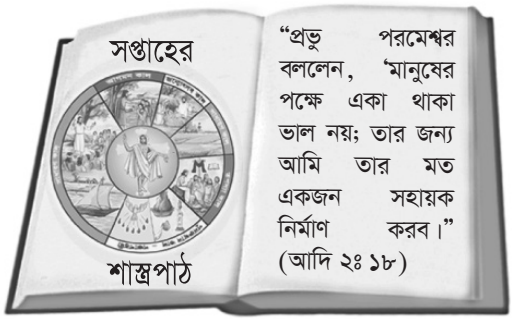

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

০৯ অক্টোবর - ১২ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

০৬ অক্টোবর, রবিবার

আদি ২: ১৮-২৪, সাম ১২৮: ১-৬, হিব্রু ২: ৯-১১, মার্ক ১০: ২-১৬ (অথবা ১০: ২-১২)

০৭ অক্টোবর, সোমবার

জপমালার রাণী মারীয়া, *স্মরণদিবস*

শিষ্য ১: ১২-১৪, গীতিকা লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ১: ২৬-৩৮

০৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার

গালা ১: ১৩-২৪, সাম ১৩৯: ১-৩, ১৩-১৫, লুক ১০: ৩৮-৪২

০৯ অক্টোবর, বুধবার

সাধু ডেনিস, বিশপ **এবং তাঁর সঙ্গীগণ,** সাক্ষ্যমরণগণ
সাধু জন লিওনার্দি, যাজক

গালা ২: ১-২, ৭-১৪, সাম ১১৭: ১-২, লুক ১১: ১-৪

১০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

গালা ৩: ১-৫, সাম, লুক ১: ৬৯-৭৫, লুক ১১: ৫-১৩

১১ অক্টোবর, শুক্রবার

সাধু এয়োবিংশ যোহন, পোপ

গালা ৩: ৭-১৪, সাম ১১১: ১-৬, লুক ১১: ১৫-২৬

১২ অক্টোবর, শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ

গালা ৩: ২২-২৯, সাম ১০৫: ২-৭, লুক ১১: ২৭-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৬ অক্টোবর, রবিবার

+ ১৯৭৭ সি. এম. আইরিন, আরএনডিএম (চট্রগ্রাম)
+ ২০০৭ ফা. পৌলিন ডেমার্স, সিএসসি
+ ২০২০ ব্রা. রবি থিওডোর পিউরিফিকেশন, সিএসসি (ঢাকা)

০৭ অক্টোবর, সোমবার

+ ১৯৩৫ ফা. পিটার ডি'রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফা. লিও স্যুলিভান, সিএসসি (ঢাকা)

০৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার

+ ২০০৬ সি. লরেন্সা গমেজ, পিমে (রাজশাহী)

০৯ অক্টোবর, বুধবার

+ ১৯৮৩ ব্রা. দামিয়ান ডি ডেল, সিএসসি (ঢাকা)

১০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৮৮ সি. মেরী লাঙ্গুইডা, আরএনডিএম

১১ অক্টোবর, শুক্রবার

+ ১৯৭৩ সি. এম জর্জ, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সি. মেরী সেলিন, এমসি
+ ১৯৯৬ মাদার লুই, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১২ অক্টোবর, শনিবার

+ ১৯৯৮ ফা. আলবিনো মিক্লাউচিস্, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ মাদার লুইজা পেন্নাতি, এসসি (ঢাকা)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

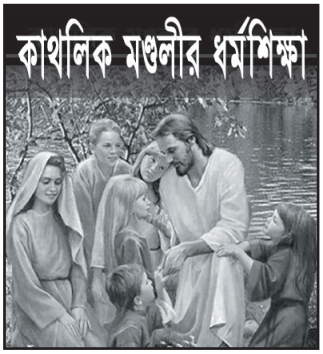

ভালবাসা

১৮২২ প্রেম একটি ঐশতাত্ত্বিক গুণ, যার দ্বারা আমরা সব কিছুর ওপরে ঈশ্বরকেই ভালবাসি শুধু তাঁরই কারণে, এবং প্রতিবেশীকেও নিজেরই মত ভালবাসি ঐশপ্রেমের কারণে।

১৮২৩ ভালবাসাকে যীশু একটি নতুন আজ্ঞা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর আপনজনদের "শেষ মাত্রা পর্যন্ত" ভালবেসে, তিনি পিতার কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছেন তা-ই প্রকাশ করেন। পরস্পরকে ভালবেসে শিষ্যগণ যীশুর ভালবাসাই অনুসরণ করে, যা তারা নিজেরাও পেয়েছেন। তাই যীশু বলেন: "পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থির থাক।" আবার তিনি বলেন: "আমার আজ্ঞা এই: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।"

১৮২৪ পরম আত্মার ফল ও বিধানের পূর্ণতা হিসেবে ভ্রাতৃপ্রেম, ঈশ্বর ও তাঁর খ্রীষ্টের আজ্ঞাগুলো রক্ষা করে: "আমার ভালবাসায় স্থির থাক। যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই।

১৮২৫ খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন আমাদের ভালবাসার কারণে যখন আমরা "শত্রু" ছিলাম। তিনি আমাদেরকে ঠিক তাঁরই মত ভালবাসতে বলেন, এমন কি আমাদের শত্রুদেরও ভালবাসতে বলেন, যেন যারা দূরের তাদেরকে আমাদের প্রতিবেশী করে নিই, এবং যেন আমরা খ্রীষ্টেরই মত শিশুদের ও দরিদ্রদের ভালবাসি।

প্রেরিতদূত পল আমাদের কাছে ভালবাসার এক অতুলনীয় চিত্র অঙ্কন করেছেন: "ভালবাসা সহিষ্ণু, ভালবাসা মধুর; ভালবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করেনা, গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপকার ধরে না, অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ; ভালবাসা সবই ক্ষমা করে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে।"

১৮২৬ "আমার যদি ভালবাসা না থাকে," প্রেরিতদূত বলেন, "তবে আমি কিছুই নই।" আমার অধিকার, সেবাকাজ, এমন কি আমার গুণ থাকলেও, "আমার যদি ভালবাসা না থাকে... তবে তা আমার কোন উপকারে আসে না। সকল গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ হল ভালবাসা। ঐশতাত্ত্বিক গুণগুলোর মধ্যে এটাই প্রথম: "তবে এখন তিনটে জিনিস থেকে যাচ্ছে - বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা: এগুলির মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।"

১৮২৭ সকল গুণের সাধনায় ভালবাসা প্রাণসঞ্চার করে ও উৎসাহ দান করে, "ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন"। এটি হল সকল গুণের প্রাণস্বরূপ; এই গুণটি অন্যগুলোকে ব্যক্ত করে এবং দান করে; এই গুণটি খ্রীষ্টীয় সাধনার অপর গুণগুলোর উৎস ও লক্ষ্য। সেগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা ভালবাসা আমাদের মানবিক সামর্থকে সমর্থন করে এবং তা পরিশুদ্ধ করে, এবং তাকে ঐশপ্রেমের অলৌকিক পূর্ণতায় উন্নীত করে।

বিশেষ ঘোষণা

শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পূজার ছুটির কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র (১৩ - ১৯ অক্টোবর) সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী সংখ্যাগুলো যথারীতি প্রকাশিত হবে।

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

ফাদার সিজার কস্তা

সাধারণকালের ২৮শ রবিবার

১ম পাঠ: প্রজ্ঞা ৭: ৭-১১

২য় পাঠ: হিব্রু ৪: ১২-১৩

মঙ্গলসমাচার: মার্ক ১০: ১৭-৩০

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহের প্রিয়জনেরা,

আজ আমরা মাতা মণ্ডলীতে পালন করছি সাধারণকালের ২৮তম রবিবার। আজকের পবিত্র মঙ্গলসমাচারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল: শাশ্বত জীবন-সম্পদ লাভ। আজকে পবিত্র মঙ্গলসমাচারে যিশুকে প্রশ্ন করা হয়েছে: শাশ্বত জীবন-সম্পদ লাভ করতে হলে আমাদের করণীয় কি? প্রশ্নের উত্তরে যিশু তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক্-নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রথমটি হল: ঐশ আজ্ঞা বা দশ আজ্ঞা পালন করতে হবে; দ্বিতীয়টি হল: নিজের ধন-সম্পদ বলতে যা কিছু আছে তা সবই বিক্রি করে গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে এবং তৃতীয়টি হল: তাঁকে (যিশুকে) অনুসরণ করতে হবে।

রাব্বিনিক গ্রন্থে (Rabbinic Literature) বর্ণিত আছে যে, যারা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালন করতেন, তাদেরকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হত এবং মনে করা হত যে, তারাই শাশ্বত জীবন লাভ করবেন। তৎকালীন সময়ে শুধুমাত্র ঈশ্বরের দশ আজ্ঞাকেই শাশ্বত জীবন লাভের মূল চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হত। কিন্তু যিশু শাশ্বত জীবন লাভ করতে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনের পাশা-পাশি জাগতিক ধন-সম্পদের মোহ-মায়া থেকে নিজেকে নিঃস্ব করতে বলেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতে বলেছেন।

পুরাতন নিয়মে ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, জ্ঞান-গরীমা, সু-স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্যকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য করা হত। ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ শুধুমাত্র নিজের বা নিজের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রয়োজন ও ব্যবহারের জন্য নয়; বরং যারা অনাথ, গরীব, অসহায় ও অসুস্থ তাদের সাহায্যের জন্য। যারা ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রতিভা গরীব-দুঃখী ও অসহায়দের সাথে সহভাগিতা করেন তাদের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং যারা তা না করে অহংকারী হয়ে ওঠেন, তারা ধীরে ধীরে নিঃস্ব হয়ে যান।

আমাদের জীবনে ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা থাকা বা ধনী হওয়া দোষের কিছু নয়। বরং দোষ তখনই হয়, যখন ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, জ্ঞান-গরীমা ও প্রাচুর্যে আমরা অহংকারী ও লোভী হয়ে উঠি এবং গরীব-দুঃখী, অনাথ, বিপদগ্রস্থ, বিধবা ও অসুস্থদের সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের ঠকাই এবং তাদের প্রতি অন্যায্য আচরণ করি। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে, ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, সু-স্বাস্থ্য ও জ্ঞান-গরীমা অর্জনে আমার কোন কৃতিত্ব নেই; বরং আজকে আমি যা হয়েছি এবং আমার যা কিছু আছে তা সবই হল আমার জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ। আসলে, আমরা একই সাথে ধন-সম্পদ ও ঈশ্বরের সেবা করতে পারি না। ধন-সম্পদের মোহ-মায়া যতদিন আমাদের আষ্টে পিষ্টে ধরে থাকবে; ততদিন আমরা প্রকৃত অর্থে যিশুর অনুগামী হতে পারবো না। সেজন্যই পবিত্র মঙ্গলসমাচারে আজকে যিশু বলেছেন, "ধনীর পক্ষে ঐশ রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে কোন উটের পক্ষে একটা ছুঁচের ফুটোর মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ" (মার্ক ১০:২৫)।

তৎকালীন সময়ে উটকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হত এবং ছুঁচের ফুটোকে মনে করা হত সবচেয়ে ছোট্ট ছিদ্র বা ফুটো। তাই একটি ছুঁচের ফুটোর মধ্য দিয়ে বিশাল আকৃতির একটি উটের পক্ষে যেমন কোন ভাবেই যাওয়া সম্ভব না; ঠিক তেমনি অযোগ্য ও পাপী মানুষের পক্ষেও শাশ্বত জীবনরাজ্যে প্রবেশ করা কোন ভাবেই সম্ভব না। পবিত্র মঙ্গলসমাচরে যিশু আরো বলেছেন, "মানুষের পক্ষে এটা আসাধ্য বটে, তবে পরমেশ্বরের পক্ষে নয়। কারণ পরমেশ্বরের পক্ষে তো কোন কিছুই আসাধ্য নয়" (মার্ক ১০:২৭)। তাই, আমরা যদি জাগতিক ধন-সম্পদের মোহ-মায়া ত্যাগ করে যিশুর অনুগামী হই এবং আমাদের শত দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও পাপের জন্য প্রকৃত অর্থে অনুতপ্ত হই; তবে ঈশ্বরের ক্ষমা ও অনুগ্রহে আমরা একদিন শাশ্বত জীবনরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব।

তাই আসুন খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহের প্রিয়জনেরা, আমরা জাগতিক ধন-সম্পদের মোহ-মায়া ত্যাগ করে নিজেকে নিঃস্ব করতে চেষ্টা করি এবং প্রতিদিনের জীবন-যাপনে ঐশ আজ্ঞাগুলো পালন করি ও যিশুকে অনুসরণ করি। এখানে নিঃস্ব হওয়ার অর্থ 'ধ্বংস বা বিনাস হওয়া নয়' বরং 'যিশু খ্রিস্টে পূর্ণ হওয়া'। আমরা যত নিজেকে নিঃস্ব করতে পারবো, ততই আমরা যিশুতে নির্ভরশীল হব এবং যিশু আমাদের তাঁর আশীর্বাদে শতগুনে পরিপূর্ণ করে তুলবেন। আর যিশুকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে- আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের ক্রুশ তথা দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা, ব্যর্থতা ও শত নির্যাতনের মাঝেও যিশুর কথা, কাজ ও শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করা। আমরা বিশ্বাস করি, যিশুর জন্যে ও মঙ্গলসমাচারের জন্যে যা কিছুই ত্যাগ করব বা গরীব-দুঃখী, অনাথ, বিপদগ্রস্থ, বিধবা ও অসুস্থদের প্রয়োজনে শর্ত ও স্বার্থহীন ভাবে সাহায্য করব; তার শতগুন ফিরে পাব এবং লাভ করব শাশ্বত জীবন-সম্পদ। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সেই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ দান করুন।

ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ক-২৯, সরকারবাড়ী (নীচতলা), নন্দা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।

স্থাপিত ঃ ০৫/০৮/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, গভ. রেজি. নং ঃ ০০৮৯৪/২০০৭

২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঢাকাস্থ বোর্ণী খ্রীষ্টান কো–অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **২৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ**, রোজ-শুক্রবার, সকাল ১০ঃ০০ ঘটিকায় অত্র সমিতির **"২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** ডি'মাজেনড গীর্জা প্রাঙ্গণে (প্রগতি স্বরণী,বারিধারা জে ব্লক, প্লট নং ঃ ৫৮ এবং ৬০, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯) অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকায় শুরু হবে এবং কোরাম পূর্তির জন্য আকর্ষণীয় লটারীর ব্যবস্থা আছে।

অতএব, উক্ত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি/আপনাদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

আগষ্টিন কস্তা
সভাপতি
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

দিপালী কস্তা
সম্পাদক
ঢা. বো. খ্রী. কো-অপা. ক্রে. ইউ. লিঃ

বিজ্ঞ/২৩৫/২৪

শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৪

কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের

শুভেচ্ছা-বাণী

সনাতন তথা হিন্দু ধর্মের সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এই দুর্গাপূজা বা শারদীয় দুর্গোৎসব বোধ করি আপনাদের একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ষষ্ঠির বোধন দিয়ে এই পূজা শুরু হয়, প্রতিমাকে মণ্ডপে স্থাপন করা হয় এবং পুরোহিতের মন্ত্রজপ, প্রার্থনা, প্রতিমা দর্শন এবং আরো বহুভাবেই পূজো চলতে থাকে নবমী পর্যন্ত। দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন।

ঈশ্বর-দেবতার এই পৃথিবীতে মাতা হিসাবে আগমন। দশটি হাত ভগবানের শক্তির প্রকাশ, একের মধ্যে বহুত্বের প্রকাশ। সবচেয়ে অর্থপূর্ণ যে প্রতীক বা দেবতার শক্তি তা হলো অশুরকে মা দুর্গার হাত ত্রিশুল দিয়ে বধ করছে। অশুভ শক্তির পরাজয়, দেবতার হস্ত ও বর্শা দিয়ে, তথা দৈবশক্তিগুণে।

খ্রিস্টধর্মের প্রসঙ্গ টেনে বলা যায় যিশুর মুক্তিদায়ী ক্রুশ জগতের সকল মন্দতাকে পরাভূত করে তথা নিজে ক্রুশে মৃত্যুবরণে এরপর নিজের পুনরুত্থানে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করে শেষে স্বর্গে পিতার কাছে চলে যান। উভয় ধর্মের যে বাণী, তা হলো পাপের পরাজয় পুণ্যের বিজয়।

আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে মা দুর্গার একেকটি হাত একেকটি দেবতার শক্তি। এই শক্তিগুণেই অশুভ শক্তির পরাজয়।

দুর্গাপূজায় প্রার্থনা ও উপাসনা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। ঢাক, কাঁসর এবং শংখ ও উলুধ্বণীর মধ্য দিয়ে মানবজাতির শান্তি কামনায় মা দুর্গা তথা এই দুর্গা প্রতিমার মধ্যে ঈশ্বরকে স্বাগতম জানানো হয়। আর আরতি: সে তো পূজা-আরাধনা, দেবতার জয়কীর্তন। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, ধুপারতি, হাতজোর করে সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে প্রার্থনা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একটি ঔপাসনিক ঐতিহ্য।

বাংলাদেশ বহুধর্মাবলম্বীদের দেশ। প্রতিমা দেখার জন্য প্রতিটি মণ্ডপে ভীড় জমায় সকল ধর্মের মানুষ। সনাতন ধর্মের ভাইবোনদের শুভেচ্ছা-নমস্কার জানায় সকল ধর্মের মানুষ। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির এক বহিঃপ্রকাশ! ধর্মীয় বিশ্বাসে আমরা একক না হলেও ধর্মীয় উৎসবে আমরা সবাই এক; এই এক ভ্রাতৃত্ব। এই শারদীয় মহোৎসব হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার উপর শান্তি বর্ষণ করুক। এক অন্তঃধর্মীয় শান্তি-সম্প্রীতি নিয়ে বাংলার মানুষ বাস করুক। আর এটিই হোক এবার দুর্গোৎসবের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা।

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি
সভাপতি
বিশপীয় খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
সিবিসিবি সেন্টার, মোহম্মদপুর, ঢাকা।

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
নির্বাহী সচিব
বিশপীয় খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
সিবিসিবি সেন্টার, মোহম্মদপুর, ঢাকা।

জপমালার রাণী মারীয়া

সনি রোজারিও

"মারীয়ার দর্শন লাভকারী সিস্টার লুসি বলেন, ঈশ্বর জননী মারীয়া জপমালায় এমনই একটি মহাশক্তি দান করেছেন যার জন্য জগতে এমন কোন দুরূহ সমস্যা নেই যা কিনা এই প্রার্থনা বলে সমাধান হতে পারেনা।" কৃপাময়ী মা মারীয়াকে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক আমরা যে মালা দিয়ে প্রার্থনা করি সেটাই হচ্ছে রোজারী, জপমালা বা মায়ের মালা। লাতিন Rosa এবং ইংরেজী Rose শব্দটির অর্থ গোলাপ ফুল। গোলাপকে ফুলের রাণী বলা হয়। মা মারীয়ার নির্মলতা ও সৌন্দর্য সকলকেই মোহাবিষ্ট, আকর্ষণ করে। এই গুণের কারণে তাঁর নিকট উৎসর্গীকৃত প্রার্থনা রোজারীমালা প্রার্থনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তিকাল থেকেই কিন্তু এই রোজারী বা জপমালা প্রার্থনা চালু ছিল না। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, জপমালা প্রার্থনার প্রচলন শুরু হয় মরুবাসী সন্ন্যাসী বা আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্য দিয়ে। সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ মরুবাসী বা আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে আসে এবং তাদের কাছ থেকেই জপমালা প্রার্থনা শিখেছিলেন। বিভিন্ন সন্ন্যাস সংঘে নিজস্ব মালার প্রচলন থাকলেও কালের বিবর্তন ও প্রয়োজনে মালার গঠন প্রকৃতি এবং নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে ব্যবহৃত জপমালা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তবে একথা চিরসত্য যে, স্নেহশীলা মা বারংবার দর্শন দানের মাধ্যমে নিজেকে সাধু-সাধ্বীদের কাছে যতবেশী করে প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন বিষয় সুপারিশ করেছেন ততই পরিবর্তন ও সংযোজন হয়েছে জপমালার গঠন প্রকৃতি ও আবৃত্তি পদ্ধতিতে।

সন্ন্যাসীগণ বিশেষভাবে জগত সংসার ত্যাগ করে নির্জনে বসবাস করতেন এবং ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সন্ন্যাসীদের অন্যতম সাধনা বা কাজ ছিল প্রার্থনা করা। দিনের প্রতিটি প্রহরে অর্থাৎ ৮টি প্রহরে, তারা সামসঙ্গীত প্রার্থনা করতেন। তবে সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই পড়াশোনা জানতো না তাই তারা সামসঙ্গীতগুলো আবৃত্তি করতে পারতেন না। সামসঙ্গীতের সাথে সমন্বয় রেখে সন্ন্যাসীগণ ১৫০ বার প্রভুর প্রার্থনা আবৃত্তি করতেন। এই প্রার্থনাকে সুশৃঙ্খল ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে সন্ন্যাসীগণ এক ধরনের পুঁতিযুক্ত জপমালা তৈরী করেন। সাধু বেনেডিক্টের মঠাশ্রমেই জপমালা প্রার্থনার যাত্রা শুরু হয়। ধীরে ধীরে প্রভুর প্রার্থনার স্থানে প্রণাম মারীয়া প্রার্থনাটি স্থান দখল করে। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে বিভিন্ন সাধু-সাধ্বী, পোপগণ জপমালা প্রার্থনায় সংযোজন, পরিমার্জন করেন। যা বর্তমানে কাথলিকদের কাছে জনপ্রিয় প্রার্থনা হয়ে উঠেছে।

আমাদের ধর্মগুরু পোপগণ নিজেরা যেমন জপমালার প্রতি তথা মা মারীয়ার প্রতি অগাধ ভক্তিশীল তেমনিভাবে ভক্তমণ্ডলীকেও বিভিন্ন কারণে জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে মাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাবার অনুরোধ জানিয়ে আসছেন। জপমালা প্রার্থনার সাথে একাত্ম হয়ে পোপগণ মারীয়াকে মণ্ডলীতে গুরুত্ব দিয়েছেন।

পোপ ১০ম লিও ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসকে 'জপমালার মাস' হিসেবে ঘোষণা দেন।

পোপ ৫ম পিউস ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ৭ অক্টোবর তুর্কীদের বিরুদ্ধে লেপান্তরের নৌযুদ্ধে খ্রিস্টভক্তগণ আশ্চর্যভাবে জয়লাভ করার ফলে মারীয়ার নামে 'জপমালার রাণী' পর্বটি প্রতিষ্ঠা করেন।

পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী বলেন, জপমালা হচ্ছে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত করার উর্ধ্বলোকে প্রদত্ত উপায় বিশেষ।

পোপ চতুর্দশ গ্রেগরী বলেন, পাপের ধ্বংস ও কৃপা পুনরুদ্ধারের আশ্চর্য উপায় এই পবিত্র জপমালা।

পোপ পঞ্চদশ পল বলেন, জপমালা হচ্ছে কৃপার ধনভাণ্ডার।

পোপ ত্রয়োদশ বেনেডিক্ট বলেন, জপমালা ভ্রান্তি ও পাপস্বভাব প্রতিকারের শাসনকর্তা।

পোপ ত্রয়োদশ লিও বলেন, যে সমস্ত মন্দতা সমাজকে আক্রান্ত করে তা প্রতিহত করার জন্য জপমালা হল একটি কার্যকর উপায়। যে পরিবারে, জাতিতে সসম্মানে জপমালা প্রার্থনা করা হয় সেখানে অজ্ঞতা বা ভুলের কারণে বিশ্বাস হারাবার কোন ভয় নেই।

পোপ দশম পিউস বলেন, সব ধরণের প্রার্থনার মধ্যে জপমালা সবচেয়ে মধুর কৃপারাশিতে পরিপূর্ণ এবং কুমারী মারীয়ার সন্তুষ্টির কারণ। অতএব, জপমালাকে ভালবাস ও প্রতিনিয়ত ভক্তিভরে জপমালা প্রার্থনা কর।

পোপ একাদশ পিউস বলেন, জপমালা ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত সত্যকে উপলব্ধি করার শক্তিদান করে বুঝিয়ে দেয়, যে স্বর্গ আমাদের জন্য উন্মুক্ত। মারীয়া স্বয়ং এই প্রার্থনার সুপারিশ করেছেন। ঈশ্বর আমাদের যে অনুগ্রহই দান করুণ না কেন, তা মধ্যস্থতাকারিণী মারীয়ার হাত হয়েই এসে থাকে।

পোপ দ্বাদশ পিউস বলেন, মালাপ্রার্থনা ও নাজারেথের পবিত্র পরিবারের অনুকরণের মধ্যদিয়ে আমাদের পরিবারেও শান্তি আসে।

পোপ ত্রয়োবিংশ জন বলেন, বছরের একটা দিনও আমরা যেন মায়ের মালা বলতে ব্যর্থ না হই। কারণ এই প্রার্থনা যথোপযুক্ত এবং ধ্যানের ব্যবস্থাপত্র।

পোপ ৬ষ্ঠ পল বলেন, সমগ্র মঙ্গল সমাচারের সংক্ষিপ্তসার এই রোজারী মালা। আমাদের ইচ্ছা, ভক্তগণ যেন বারংবার এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের মা মারীয়াকে অনুনয় করে। ঈশ্বরের জনগণের জন্য রোজারী একটি অত্যন্ত উপযুক্ত প্রার্থনা। এই প্রার্থনা শুধু মন্দতাকেই পরাভূত করে না বরং আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনও প্রাণবন্ত করে তোলে।

পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেন, বিশ্বের শান্তি ও পারিবারিক কল্যাণের উদ্দেশে তিনি "কুমারী মারীয়ার জপমালা" নামক একটি পত্র লেখেন। এই পালকীয় পত্রের মাধ্যমে তিনি মঙ্গলসমাচার ভিত্তিক জপমালা প্রার্থনায় নতুন একটি ধাপ সংযোজন করেন। এই ধাপটির মধ্য দিয়ে যিশুর দীক্ষা থেকে খ্রিস্টযাগ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত যিশুর যাবতীয় প্রচার কাজের অবতারণা করেন। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর তাঁর পোপীয় অভিষেকের ২৫তম বার্ষিকীতে সর্বজনীন পত্রের মাধ্যমে "জ্যোতির্ময় নিগূঢ়তত্ত্ব" অংশটি সংযোজন করেন। উল্লেখ্য যে "কুমারী মারীয়ার জপমালা" নামক প্রৈরিতিক পত্রের মাধ্যমে তিনি অক্টোবর ২০০২ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টবর্ষকে "রোজারী বা জপমালা বর্ষ" বলে ঘোষণা দেন। সাধু ডমিনিকের সময় থেকে কয়েকশত বছর জপমালা প্রার্থনার তিনটি ধাপ যথাক্রমে: আনন্দময়, শোকময় ও গৌরবময় প্রচলিত ছিল। জ্যোতির্ময় নিগুঢ়তত্ত্বটি সংযোজনের মাধ্যমে জপমালা প্রার্থনাটি যে 'সংক্ষিপ্ত মঙ্গলসমাচার' এই বাণীটি পূর্ণতা পেল।

মা মারীয়ার বিষয়ে সেই আদিযুগ থেকেই সাধু-সাধ্বীগণ তাদের প্রার্থনা ও ধ্যানলব্ধ চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখনির মধ্য দিয়ে। মণ্ডলীর পিতৃগণ, সাধু-সন্ন্যাসী এবং পোপগণ সহ অনেকেই মা মারীয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের আলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। মা মারীয়ার বিষয়ে লেখাগুলো মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত এবং মারীয়ার দর্শন দানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত। তাই সাধু-সাধ্বীদের জীবন সাক্ষ্যের অভাব নেই।

সাধ্বী বার্ণাডেট বলেন, দক্ষিণ ফ্রান্সের লুর্দ নগরে বার্ণাডেটকে মা মারীয়া দর্শন দিয়ে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আহ্বান জানান এবং রোজারী প্রার্থনা করতে বলেন।

কার্ডিনাল হেনরী নিউম্যান বলেন, জপমালা প্রার্থনার চেয়ে পরম আনন্দদায়ক বিষয় আর নেই।

রোজারী মালা প্রার্থনা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার প্যাট্রিক পেইটন বলেন, 'যে পরিবার একসঙ্গে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একসঙ্গে থাকে।'

বিশপ মাইকেল অতুল রোজারিও বলেন, প্রতি গৃহে জপমালা, প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'যতক্ষণ আমার নিকট জপমালা থাকে, ততক্ষণ আমি সকল বিপদ ও মন্দতা থেকে রক্ষা পাই। জপমালা প্রার্থনার সময় আমার পরিবারের আঙ্গিনাতে কোন মন্দ ও অপশক্তি থাকতে পারে না।

সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার বলেন, বাণী প্রচারের জন্য তিনি পৃথিবীর যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই জপমালার মহিমা ঘোষণা করেছেন। রোগীর পরিচর্যা করতে বিভিন্ন স্থানে যেতে হত। তবে এক সঙ্গে সব রোগীর কাছে যেতে পারতেন না। তাই তিনি অনেক সময় কোন কোন রোগীর নিকট জপমালা পাঠিয়ে দিতেন। তবে তিনি এও বলতেন, যদি রোগী জপমালার সাহায্যে পার্থনা করতে অসমর্থ হন তবে তা গলায় পরলেও হবে।

সাধু বার্ণাড বলেন, যদি তুমি পিতা ঈশ্বরকে ভয় কর তবে তাঁর পুত্রের কাছে যাও; আর যদি তুমি পুত্রকে ভয় কর তাহলে মা মারীয়ার কাছে যাও। মা মারীয়াকে সিন্ধুতারা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে যতবার জপমালা আবৃত্তি করি ততবারই মণ্ডলীর সাথে বাইবেলের সাথে একাত্ব হই এবং ঐশ অনুগ্রহ লাভের প্রীতিভাজন হয়ে উঠি। জপমালার নিগূঢ়তত্ত্ব ধ্যান ও আবৃত্তি বিশ্বাসী ভক্তকে নিয়ে যায় স্বর্গলোকের দিকে সকল তমসা ও পাপ-প্রলোভন জয় করে। জপমালা একটি অসংস্কারীয় প্রার্থনা যা ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে যে কোন সময় আবৃত্তি করা যায়। এটি মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক কোন প্রার্থনা নয় কিন্তু জনপ্রিয় একটি প্রার্থনা ও মন্দতা থেকে রক্ষা পাওয়ার হাতিয়ার। ভক্ত বিশ্বাসীদের জীবনে নিত্যদিনের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের অন্যতম প্রকাশ হলো রোজারী প্রার্থনা আবৃত্তি করা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. রোজারিও, ড. ফাদার তপন ডি': মায়ের মালার ইতিবৃত্ত, বসুন্ধরা আর্ট প্রেস, ২১/১, ঠাকুর দাস লেন, ঢাকা ১১০০, ১৯৮৮।

২. কস্তা, ফাদার দিলীপ এস.: প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা ১১০০, ২০২০।

৩. ইন্টারনেট

১৭ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

যেখানে অংশগ্রহণকারীরা অনুধাবন করতে পারবেন- কোরীয় যুব সমাজের তৈরি সৃজনশীল ও গতিশীল সংস্কৃতি। সম্প্রতি পোপের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসগরীয় অঞ্চল সফরে দেখা গেছে- (সেপ্টেম্বর ২-১৩, ২০২৪) পোপ, প্রথম এ অঞ্চলের জনগণ বিশেষ করে কাথ লিক চার্চকে সর্বদলীয় ও সর্বধর্মীয় সংলাপের জন্য জোড়ালোভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সফরে তিনি যুব সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে সংলাপে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। পোপ মনে করেন, খ্রিস্টানগণ সংখ্যালঘু হিসেবে দেশগুলোতে "খামিরের" ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কোরীয় কাথলিক বিশপ সম্মেলনীর বক্তব্য থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে, আগামী বিশ্ব যুব সম্মেলনে সংলাপের উপর জোর দেওয়া হবে। যুব সম্মেলন কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, সংখ্যালঘু হিসেবে তারা যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করবেন যাতে তারা সংলাপের মধ্যদিয়ে মঙ্গলবার্তার শিক্ষা সহভাগিতা করতে পারে। আর এ সংলাপ হবে "বিশ্বাস এবং আধুনিকতার" মধ্যে। যুব সমাজকে হতে হবে "সংঘর্ষ ও আঘাতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিশ্বে শান্তির বাহক।" ৯০

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

আগ্নেশ ভবন, রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ডাকঘরঃ রাঙ্গামাটিয়া, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
স্থাপিত ঃ ১ জানুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ, রেজিঃ নং-৩২৭/১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ
মোবাইলঃ ০১৭১৪৩১৪৪১৪/০১৭৩৯৪৯২১১৮, E-Mail: rcccu.ltd@gmail.com

৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড" এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **"রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড"** এর ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন লিখিত দিন-তারিখ-সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

স্থান ঃ স্বর্গীয় আগ্নেশ ভবন (সমিতির নিজস্ব কার্যালয়)
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
তারিখ ঃ ২৫ অক্টোবর'২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, রোজঃ শুক্রবার
সময় ঃ বিকেল ০৩ঃ০১ মিনিট

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ (১) সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার বকেয়া/খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। শুধুমাত্র নিয়মিত সদস্যগণ উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী যথাসময়ে সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হবে।

[শুধুমাত্র নিয়মিত সদস্যগণ বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবে]

ধন্যবাদান্তে,

Rosario

হিল্টন রোজারিও
সেক্রেটারী
রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/২৩৬/২৪

দুর্গাপূজার ধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় আমেজ

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

পূর্বের কথা: ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা খুব সহজ-সরলভাবেই বলতে পারি দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পূর্বের কাল পর্যন্ত মাতা মণ্ডলীর সাবধানবাণী ছিল: মূর্তিপূজা মহাপাপ; তাই দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা দেখা মহাপাপ। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা এক-ঈশ্বরবাদ বিশ্বাস করি; আর এই ধর্মশিক্ষা নিয়েই শিশু থেকে আমরা বড় হই; গঠন পাই। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা উল্লেখিত অভ্রান্ত সত্য কোনমতেই হালকা করে দেখেনা, আর দেখবেও না; এটি দৃঢ়ভাবেই একটি কাথলিক বিশ্বাস। প্রাক দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা অন্যান্য ধর্মকে, ধর্মীয় বিশ্বাসকে এবং সেই ধর্মগুলোর ঔপাসনিক রীতিনীতিকে কাথলিক মণ্ডলী যথেষ্ট নিম্নতর হিসাবেই বিবেচনা করতো। উদাহারণ স্বরূপ, ছোটদের, বড়দের সবাইকে মীসার সময় শেষ আশীর্বাদের আগে যাজক ঘোষণা দিয়ে বলতেন, "দুর্গাদেবীর মূর্তি যেন কেউ দেখতে না যায়; দেখলেই পাপ।

এক আমূল পরিবর্তন: দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা (১৯৬২-১৯৬৫): অন্যান্য ধর্মে যা কিছু সত্য, সুন্দর ও পবিত্র, তা কাথলিক মণ্ডলী বর্জন করে না। ***(অখ্রিস্টান ধর্মসমূহের প্রতি কাথলিক মণ্ডলী,*** দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা অনুচ্ছেদ # ২)। মহাসভা ইসলাম ধর্মের, সনাতন ধর্মের এবং অন্যান্য ধর্মের ভাইবোনদের সাথে সংলাপ করার জন্য উৎসাহিত করে; কারণগুলোও তুলে ধরে। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়। তবে যিশুই যে প্রকৃত পথ, সত্য ও জীবন; তা চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত সত্য রেখেই কিন্তু আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি-সংলাপ।

দুর্গাপূজার ধর্মীয় আমেজ: মহালয়ার দিন (অক্টোবর ৯, আশ্বিন ২৪ বুধবার) থেকেই প্রতিমা তৈরীর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। ষষ্ঠিতে বোধনের দিন, মা দুর্গাদেবীর মহা আগমন; বেজে উঠে বাদ্যযন্ত্র; দেওয়া হয় উলুধ্বণী; শোনা যায় শংখধ্বণী। সনাতন ধর্মের বিশ্বাস মতে স্বর্গের আসন ছেড়ে মহাদেবতা ভগবানের মর্তে আগমন; সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের, দেবতাদের দেবতার আগমন দুর্গাদেবীর মধ্য দিয়ে। এক নারীর বেশে মহা দেবতা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের। তাই তাঁর পূজা-আরাধনা। বোধনেই তাই প্রতিমার আগমন-স্থাপন পূজা-মঞ্চে, বিচিত্রভাবে সজ্জিত পূজা-মণ্ডপে। স্থাপনটি হয় মহা আনন্দে; বাজে ঢাক, কাঁসর, ঘণ্টাধ্বণী এবং আরো; কারণ দেবীর বেশে দেবতার আগমন। হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভাইবোনেরা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করেন যে প্রতীমার মধ্যে রয়েছে ভগবানের আগমনের বা উপস্থিতির বাস্তবতা। অতএব দুর্গাদেবীর মাধ্যমে সেই মহা দেবতার আশীর্বাদ অনুগ্রহ লাভ করতে নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে তাঁরা ছোট-বড় সবাই ছুটে আসে শুধুই প্রতিমা দর্শন করার জন্যেই নয়; দুর্গা দেবীর পরম অনুগ্রহ-আশীর্বাদ লাভ করার জন্য। আসে গোটা পরিবার; আসে স্বামী-স্ত্রী-সন্তান, আসে একা। পুরোহিতের মন্ত্রে পূজার উপাসনা চলতে থাকে। উপাসনার বিশেষ ক্ষণে ক্ষণে বেজে ওঠে ঢাক, কাঁসর, শংখধ্বণী, দেওয়া হয় উলুধ্বণী। পূজোর উপাসনায় থাকে আরতী, মহারতী দেবার পালা। কাঁসার থালায় থাকে ধূপ-পাত্র। ধূপের থালা হাতে নিয়ে বিভিন্ন ছন্দে আগুনে প্রচুর ধূপ দিয়ে ধূপারতি দেওয়া হয় মা দুর্গাদেবীকে, মর্তে আগমন সেই ঈশ্বর দেবতাকে। আগে শোনা যেত ধর্মীয় সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধ্যাত্মিক ভজন এবং আরো।

তবে আধুনিক কালে বা যুগে মাইকে শোনা যায় আধুনিক বাংলা গান, হয়তোবা হিন্দি গানও। যেখানে কীর্তন, সেখানে দেবতার বন্দনা। মণ্ডপে এসে দেবতার চরণে ভক্ত ভক্তিভরে রেখে দেয় বিভিন্ন অর্ঘ্যডালা: ফল, নতুন কাপড়, অর্থ যাকে বলা হয় "প্রণামী"।

দুর্গাদেবীর বহু হস্ত: বিভিন্ন দেবতার শক্তির প্রতীক। ত্রিশুল দিয়ে মন্দ বা পাপে-অপরাধের প্রতীক অসুরকে বধ করছে দুর্গা মা ত্রিশুল দিয়ে। এর অর্থ বোধ করি: শক্তিধর দুর্গা মায়ের আগমনে সব দুর্গতির হয় বিনাশ; মন্দের পরাজয়, শান্তি ও সত্যের বিজয়। দুর্গা দেবীর প্রত্যেকটি হস্তে থাকে বিভিন্ন প্রতীক; এগুলো শুধুই প্রকাশ করে বিভিন্ন শক্তি। গনেশ সমৃদ্ধি, কার্তিক সেনাপতি, যুদ্ধজয়ের প্রতীক, স্বরস্বতি জ্ঞানের লক্ষ্মী ধন-সম্পত্তি। বিশ্বাস নিয়ে পূজা-আরাধনা-উৎসব চলে সনাতন ধর্মের বিশ্বাসীদের মধ্যে এই বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে।

পূজোয় সামাজিকতা: পূজোর সময়ে উৎসব চলে বাঙালি এবং অন্যান্য গোত্রের পূজারীর ঘরে আহার-বিহারের সমাহার। কলা, মিষ্টি, হরেক রকমের ফল। তাছাড়া নাড়ু তো আছেই। এগুলো আবার নিয়ে আসা হয় মণ্ডপে, রাখা হয় দুর্গাদেবীর চরণতলে। আর তা হয়ে ওঠে আশীর্বাদিত। আর একেই তারা আখ্যায়িত করে করে "পুণ্য প্রসাদ"; বিলিয়ে দেয় পূজারী সবার মাঝে। হিন্দু ভাইবোনেরা অত্যন্ত ভক্তি ভরে সেই প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং মুখে পুরে দেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর অনেকেই এই প্রসাদ গ্রহণে অংশ নেয় ভ্রাতৃত্বের, বন্ধুত্বের ধারায়; এখানে ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন বালাই নেই।

বিজয়া দশমী: সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন (এবছর অক্টোবর ১০, ১১, ১২) উৎসবমুখর শারদীয় দুর্গাপূজা চলে বিচিত্র ধারায়, মহা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে হিন্দু সম্প্রদায় ছোটবড় সবাই; ধর্মীয় রীতিনীতি, আধ্যাত্মিক আমেজ তথা পূজা-আরাধনা দেবীর নিকট প্রার্থনায়। আবারো বলি, ঢাক, কাঁসর এবং শংখ ও উলুধ্বণীর মধ্য দিয়ে মানব জাতির শান্তি কামনায় দুর্গা মায়ের কাছে অর্থাৎ তাঁর মাধ্যমে পরম পবিত্র ভগবান ঈশ্বরের কাছে যিনি বহুত্বের মধ্য দিয়ে এক ভগবান তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়।

বিজয়া দশমী (বিজয়া অর্থই মনে হয় মন্দ শক্তিকে পরাভূত করে মঙ্গলের বা কল্যাণের জয়; মা দুর্গার আগমনে এই বিজয়, পাপের উপর পুণ্যের বিজয়। আর পুজার দশমীতে (১৩ অক্টোবর ২৮ আশ্বিন) মা দুর্গার বিদায় লগ্ন, ভক্ত হয় ব্যথায় বেদনায় ব্যথাতুর। সকাল থেকে যেন থমথমে ভাব। মণ্ডপে এসে প্রতীমার দিকে একটিবার দৃষ্টি, বিড়বিড় করে তাঁর কাছে প্রার্থনা; কাছে গিয়ে প্রতীমাকে স্পর্শ করে প্রণাম; এতটুকু সিদুঁর নিয়ে নিজের কপালে সিঁথিতে মাখা এবং আরো শেষবারে পুণ্য লাভের ক্রিয়াকর্ম বিদায়ের এই দিনে দশমীতে। পড়ন্ত বিকেলের দিকে সাধারণত কোন ট্রাকে উঠিয়ে তালে তালে ছন্দে ছন্দে ইয়াবড় ঢাক, কাসর বাজিয়ে নৃত্যের তালে তালে প্রতীমা নিয়ে আসা হয় নদীর ধারে বা পুকুরের ধারে বিসর্জনের জন্য। দশমীর এই দিনে বিরাট মেলায় পরিণত হয়। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রচুর মানুষ চলে আসে দশমীর দিনে এই মেলায়। সত্যই সবাই এই দশমীকে মেলা নামেই আখ্যায়িত করে। সন্ধ্যার দিকে হয় জলে প্রতীমা বিসর্জন। মনে হয় একটু দুঃখ-বেদনা নিয়েই ঘরে ফিরে হিন্দু ভাইবোনেরা।

দুর্গাপূজায় আন্তঃধর্মীয় আমেজঃ

দশমীর মেলায় সকল ধর্মের মানুষই তো এক হয়ে যায় আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিতে। চলে পর্বীয় শুভেচ্ছা আলিঙ্গন। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বৈকি!

(১) সরকারি পর্যায়ে অনেক মন্ত্রী-মিনিস্টার প্রতীমা দর্শনে চলে আসেন বিভিন্ন মণ্ডপে। তাঁদের সাথে ওনারা সম্প্রীতি সংহতি প্রকাশ করেন।

(২) চাকুরী, শিক্ষকতা এবং আরো পেশার মানুষ আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিতে এক হয়ে যায়: মণ্ডপে গিয়ে প্রতীমা দর্শনে; পূজা উপলক্ষে ভ্রাতৃ-আলিঙ্গনে; এমনকি প্রসাদ গ্রহণে।

(৩) পূজা উপলক্ষ্যে মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু ভাইয়ের পরিবারে নিমন্ত্রণে: থালায় মুড়িমুড়কি নাড়ুতো থাকবেই।

(৪) হিন্দু ভাইবোনদের কাছে শুভেচ্ছা কার্ড; ই-মেইল পাঠানো, এমন কি শুভেচ্ছা SMS পাঠানো;

(৫) ভিন্ন ধর্মের গরীব, দীন-দুঃখীর প্রতি এই দুর্গাপূজায় সাহায্য সহায়তা; বিশেষ খাবার বা পোষাক সেই সেবাকর্মী বা দিনমজুর মানুষটিকে।

(৬) বিশেষভাবে দশমীর দিনে ভ্রাতৃত্যে, বন্ধুত্বে হিন্দু ভাই বা বন্ধুটির সাথে আলিঙ্গন।

(৭) আরো বহুভাবেই বাংলাদেশের মানুষ সনাতন ধর্মের এই শারদীয় পূজোৎসবে আন্তঃধর্মীয় আমেজে ভ্রাতৃত্বে-বন্ধুত্বে এক হয়ে যায়।

বাংলাদেশে এই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি একটি বহুদিনের ঐতিহ্য। তবে বর্তমানে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ :

- সঙ্গীতে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকতার সাথে সাথে জাগতিকতা, অত্যাধুনিক গান;

- নৃত্যে চরম আধুনিকতা, পাশ্চাত্য প্রভাব;

- প্রতীমা যা ঈশ্বর-ভগবানের পুণ্য উপস্থিতি তার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন হয় পুলিসি প্রহরা;

- প্রতীমা ভাংচুর: কোনক্রমেই এমন ঘৃণ্যকাজ যেন না ঘটে;

- হিংসাত্বক কোন ঘটনাই যেন না ঘটে;

- অবাধে, সহজ ও সাবলীলভাবে উদ্‌যাপিত হোক শারদীয় দুর্গোৎসব।

শুভেচ্ছা: এই শারদীয় দুর্গোৎসবে আন্তরিক শুভেচ্ছা সনাতন ধর্মের সকল ভাইবোনের প্রতি। এই উৎসবে সবার উপর নেমে আসুক ভগবানের আশীষধারা। শুধুই হিন্দু নয়, হিন্দু-মুসলিম- বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার প্রতি শারদীয় দুর্গোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা!! ৯০

দুর্গতীনাশিনী দুর্গা

হিল্লোল সরকার

বাংলাদেশের মাঠে-প্রান্তরে শরতের শ্বেত-শুভ্র কাশফুল জানান দিচ্ছে দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার আগমণী বার্তা। বাঙালি সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার বছরের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। এখন বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশে সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা,আমেরিকা সহ ইউরোপের অনেক দেশে দুর্গাপূজা আয়োজন করে প্রবাসী বাঙালিরা।

কথিত আছে, মানব জাতির কল্যাণ কামনায় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সম্রাট আকবরের শাসনকালে (১৫৫৬-১৬০৫), বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার, তাহিরপুরের রাজা কংশনারায়ন সেই সময় নয় লক্ষ টাকা খরচ করে মহাধুমধামে প্রথম বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা প্রচলন করেন। সেই সময় থেকে এখন অবধি বাংলাদেশের শহর থেকে গ্রাম সব জায়গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ মিলেমিশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করছে শারদীয় দুর্গাপূজা।

দুর্গা পৌরাণিক দেবতা, তিনি আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শিবানী,ভবানী, দশভুজা ইত্যাদি নামে অবহিত হন। দুর্গ বা দূর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দূর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দূর্গা বলা হয়। যুগে যুগে অসুর প্রবৃত্তির কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসে, এই সকল অশুভশক্তিকে দমন করে শুভ শক্তির বিজয় ঘোষণা করতেই, দেবতাদের শক্তিতে শক্তিমান এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা দশভুজা দুর্গা প্রতি বৎসর শরৎকালে হিমালয়ের কৈলাশ ছেড়ে দুর্গা দেবী মর্তে আসেন। ভক্তদের কল্যাণ সাধন করে অশুভ শক্তির বিনাশ ও সৃষ্টিকে পালন করেন। তাঁর সঙ্গে থাকেন জ্ঞানের প্রতীক দেবী সরস্বতী, ধন ও ঐশর্যের প্রতীক দেবী লক্ষ্মী, সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলবীর্য ও পৌরষ্যের প্রতীক দেব সেনাপতি কার্তিক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে- শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয় দুর্গাপূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব মুলত তিন পর্ব যথা- মহালয়া, বোধন, এবং বিজয়া দশমী। মহালয়া পিতৃপক্ষ সাঙ্গ করে দেবীপক্ষের দিকে যাত্রা শুরু হয়। এদিন থেকে মণ্ডপে মণ্ডপে অধিষ্ঠান করেন মা দুর্গা। শুক্লা ষষ্ঠী তিথীতে দেবীর বোধন হয়, চণ্ডীপাঠ আর ঢাক, কাঁশর, শঙ্খ, উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং বিজয়া দশমীর দিন প্রতীমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় পাঁচদিন ব্যাপী সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। বিশ্বশান্তিকল্পে, দুষ্টের দমন আর সৃষ্টির পালনই দুর্গাপূজার আসল মাহাত্ম্য। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। ৯০

বাংলাদেশ প্রাক্তন সেমিনারীয়ান ফোরাম (বিপিএসএফ)
প্রতিষ্ঠা তারিখ : মে ০৭, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
বর্তমান অস্থায়ী ঠিকানা : ঢাকা আর্চ ডায়োসিশান, মাদার তেরেসা ভবন তেজগাঁও, ঢাকা

প্রাক্তন সেমিনারীয়ান পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান- রেজিস্ট্রেশন চলছে ! ! !

সুধী, শুভেচ্ছা জানবেন। আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে , মার্চ ০২, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ প্রাক্তন সেমিনারীয়ান ফোরামের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। ফোরামের বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশের সকল প্রাক্তান সেমিনারীয়ানদের নিয়ে প্রথম বারের মতো "**প্রাক্তন সেমিনারীয়ান পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান**" আয়োজন করতে যাচ্ছি। আনন্দঘন উক্ত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সকল প্রান্তের যে কোন প্রাক্তন সেমিনারীয়ান একক ভাবে বা পরিবার (স্ত্রী সন্তান) সহ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্যানুয়েল কানন রোজারিও এবং তিনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন।

তারিখ : নভেম্বর ০৯, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার
সময় : সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২ঃ০০ ঘটিকা
অনুষ্ঠানের স্থানঃ তেজগাঁও ক্যাথলিক উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়াতন। গির্জার পূর্ব পাশে।

পরিবার সহ শুভেচ্ছা রেজিস্ট্রেশন ফি ৩০০/- (তিনশত) টাকা মাত্র। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ অক্টোবর ৩১, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ। রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তির সাথে বা নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মি: দোলন যোসেফ গমেজ - ০১৭৩০০১৭৫৪৯।
মি: থিওফিল রোজারিও - ০১৭৭৭৮৯৪৬৪১।
মি: যোসেফ টুটুল বিশ্বাস - ০১৭১৩৩৬২৭৪৯।

উক্ত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানকে আনন্দময় ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য সকল প্রাক্তন সেমিনারীয়ানদের অংশগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে ,

মিঃ দোলন যোসেফ গমেজ
সেক্রেটারি জেনারেল
বিপিএসএফ

মিলন আই গমেজ
প্রেসিডেন্ট
বিপিএসএফ

বিজ্ঞ/২৩৯/২৪

শ্রীশ্রী দুর্গার আবির্ভাব মাহাত্ম্য

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

ওঁ/নমঃ সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে।
শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে
সর্বস্যার্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে।

শ্রীশ্রী দুর্গা নামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তিঃ

দুর্গা =√দুর্ + গম্ (কর্মবাচ্য) + ড (নারী বাচক) আপ্ প্রত্যয়। এর অর্থ দেবীর তত্ত্ব অতি অগম্য বা দুর্জ্ঞেয়, তাই তিনি দুর্গা। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদে দুর্গা শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

শাস্ত্রীয় বচন অনুসারে দুর্গা = (দ্+উ+র্+গ্+আ) শব্দের 'দ' বর্ণটি দৈত্য নাশক, উ-কার বিঘ্ন নাশক, রেফ-রোগঘ্ন, 'গ'- বর্ণটি পাপঘ্ন এবং আ-কার ভয়-শত্রুঘ্ন। দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা।

স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে-রুরু দৈত্যের পুত্র দুর্গাসুরকে বধ করে দেবী "দুর্গা" নামে এ ধরাধামে সুপরিচিতা হন।

শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রন্থে দেবী দুর্গা স্বয়ং বলেছেন-

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গামাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতংতন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

শ্রীশ্রী চণ্ডী ১১/৫০

শ্লোকার্থ-দেবী বলেছেন দুর্গম নামক মহাসুরকে হত্যা করে আমি প্রসিদ্ধা হবো দুর্গাদেবী নামে।

মহাশক্তি রূপিণী দেবীদুর্গা আমাদের দেহদুর্গেরও রক্ষাকর্ত্রী মূলশক্তি। আমাদের শরীর একটি দুর্গ বিশেষ। আমাদের শরীর পঞ্চভূতে নির্মিত। এই পঞ্চভূত হচ্ছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। অর্থ্যাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ। পক্ষান্তরে ষড়রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য সর্বদা আক্রমণ করছে আমাদের দেহের মূলশক্তি প্রাণ শক্তিকে।

প্রাচীনকালে বসন্তকালে দেবীর পূজা করা হতো বলে, দেবীর এই পূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়। কিন্তু শরৎকালে এই পূজা কেনো করা হয়? আর অকালবোধনই বা কী? তদুত্তরে বলা যায়, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার্থে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গমন করেন। তাঁর সাথে বনসঙ্গিনী হিসেবে গমন করেন সহধর্মিণী সীতাদেবী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ। বনে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। লঙ্কাধিপতি দশানন (রাজা রাবণ) সুযোগ বুঝে সীতাদেবীকে হরণ করে পুষ্পক রথে করে লঙ্কায় নিয়ে যান। সেখানে সীতাদেবীর ইচ্ছানুসারে এক বছর তাঁকে (সীতাদেবীকে) অশোক বনে রাখা হয়। পক্ষান্তরে সীতাদেবীকে উদ্ধারের জন্য শ্রী রামচন্দ্র তৎপর হন। কিন্তু রাবণকে পরাজিত করা বা বধ করা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

দেবগণ শ্রী রামচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করলেও তারা জানেন যে মহাদেবী মহামায়ার কৃপা ছাড়া শ্রী রামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণকে বধ করতে পারবেন না এবং সীতাদেবীকে উদ্ধার করাও সম্ভব হবে না। তাই দেবগণ তাঁদের আশঙ্কার কথা ব্রহ্মার কাছে জানালেন। ব্রহ্মা তখন বললেন- "আদ্যাশক্তি মহামায়া রাবণের কুলদেবী। রাবণের কাছে তিনি ভক্তিবদ্ধা। পক্ষান্তরে মহামায়ার কৃপা ছাড়া রামচন্দ্র রাবণ বধ করতে পারবেন না, সীতাকে ও উদ্ধার করা যাবে না। সে কারণে মহাদেবীকে স্তবে-পূজায় সন্তুষ্ট করে বর প্রার্থনা করতে হবে।" কিন্তু তখন আশ্বিন মাস। ঐ সময় সূর্য দেবের দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নে দেব-দেবীগণ নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন। দক্ষিণায়ন বলতে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস। এই ছয় মাস দক্ষিণায়ন।

সূর্যের উত্তরায়ণ বলতে বছরের পরবর্তী ছয় মাসকে বুঝায়। যথা- মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। এসময় দেবগণ জাগ্রত থাকেন। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে- মনুষ্যগণের ১২ ঘণ্টায় এক দিন কিন্তু দেবগণের ছয় মাসে একদিন। দেবগণের ঐ একদিন হচ্ছে উত্তরায়ণ। মনুষ্যগণ যেমন দিবাভাগে জাগ্রত থাকেন তেমনি দেবগণ দিনের বেলা (উত্তরায়ণের ছয় মাস) জাগ্রত থাকেন। আবার মানুষ্যগণ যেমন রাত্রিভাগে (১২ ঘণ্টা) নিদ্রিত থাকেন তদ্রুপ দেবগণ দক্ষিণায়নে (রাত্রিভাগে) ছয় মাস নিদ্রিত থাকেন। তাই বলা যায় মনুষ্যগণের এক বছর দেবগণের এক দিন এক রাত।

সে কারণেই নিদ্রিতা দেবীকে জাগ্রত করার জন্যই অকালবোধন। অর্থাৎ অসময়ে দেবীকে জাগ্রত করার পদ্ধতিকে বলা হয় অকালবোধন। দেবীকে জাগ্রত করার জন্য ব্রহ্মাসহ দেবগণ দেবীর স্তব করতে লাগলেন। স্তবে সন্তুষ্টা হয়ে এক কুমারী মূর্তির আবির্ভাব ঘটলো। তিনি দেবগণকে বললেন, "আপনারা আগামীকাল ষষ্ঠী তিথিতে বিল্ববৃক্ষের মূলে মহাদেবীর বোধন করবেন। আপনাদের স্তবে দেবী সন্তুষ্টা হলে তিনি শ্রী রামচন্দ্রকে সীতা উদ্ধারের জন্য আশীবার্দ করবেন।"

ব্রহ্মা তারপর মর্ত্যে এসে সায়ংকালে এক বিল্ববৃক্ষ দেখে তার কাছে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন এক সোনার বরণী বালিকাকে। তিনি নিদ্রিতা। ব্রহ্মা দেবগণসহ বিল্ববৃক্ষমূলে কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সোনার বরণী জগজ্জননীকে স্তব করলেন-

"জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশীং
ক্রীড়াস্থানে স্বগতাং ভূতলেহস্মিন্।
শত্রুস্তবং বৈ মিত্ররূপা চ দুর্গে
দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেহপি।।"

শ্লোকার্থ-হে দেবি, তুমিই যে মহেশ্বরী একথা আমি জেনেছি। এই ভূতল তোমার ক্রীড়াভূমি। তাই তুমি এখানে এসেছ। তুমি দুর্গা। তুমি (বন্ধনকারিণী রূপে) শত্রুরূপা ও (বন্ধন মোচনকারিণী রূপে) মিত্ররূপা। যোগীগণের অন্তরেও তুমি দুর্গমা। মোট আটটি মন্ত্রে মহাদেবীর স্তব করা হল আকুলভাবে। সর্বশেষ স্তবমন্ত্রটি হচ্ছে-

ত্বং বৈ শক্তি রাবণে রাঘবে বা
রদ্রেন্দ্রাদৌ ময্যপীহাস্তি যা চ।
সা ত্বাং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত্ত
তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ।

অর্থাৎ রাবণ ও রামের মধ্যে তুমিই শক্তি। রুদ্রে, ইন্দ্রে এবং আমার মধ্যে যা শক্তি তাও তুমি। সকল শক্তি নিয়ে রামচন্দ্রে প্রবর্তিত হও। আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্না হও। -এই জন্য তোমার বোধন করছি।

ব্রহ্মার আকুল স্তবে প্রার্থনায় মহাদেবী বালিকা মূর্তি পরিহার করে আপন স্বরূপে দুর্গারূপে প্রকটিত হলেন। আশ্বস্ত ব্রহ্মা করজোড়ে বললেন, "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ" - রাবণকে বধ্যার্থ এবং শ্রীরামকে অনুগ্রহ করার জন্য তোমাকে জাগ্রত করেছি। যতদিন পর্যন্ত রাবণ নিহত না হয়, ততদিন আমরা তোমার অর্চনা করব- "রাবণস্য বধং যাবদর্চ্চয়িষ্যামহে বয়ম।" আমরা যে ভাবে দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তোমার পূজায় ব্রতী হলাম, তেমনিভাবে "যাবৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে" যতদিন সৃষ্টি থাকবে ততদিন মর্ত্যের মানুষ তোমার পূজা করবে। রাবণের অত্যাচারে দেবতাকুলও সন্ত্রস্থ। রামচন্দ্র মহাবিপদগ্রস্ত-তাঁর ভার্যা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা। কৃপাময়ী তুমি, কৃপা করে শ্রীরামচন্দ্রে তোমার শক্তি সঞ্চার করে দুরাচারী রাবণ বধে সহায়তা করো।

স্তবে অর্চনায় পরিতুষ্টা দেবী বললেন, "তথাস্তু,

আমি সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুশরে প্রবেশ করব। তাতে শ্রীরামচন্দ্র মহাশক্তিশালী হয়ে উঠবে। অষ্টমী তিথিতে রাম-রাবণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে। অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে রাবণ পরাজিত হবে, তার দশমুণ্ড ভুপাতিত হবে। নবমীতে সীতা উদ্ধার হবে এবং দশমীতে শ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব করবে।"

মহিষাসুর নিধনকালীন দেবীদুর্গার রূপ বর্ণনা

(দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রের সরলার্থ)

যাঁর শিরোপরি জটাসমূহ এবং অর্দ্ধচন্দ্রকলা বিরাজিত, লোচনত্রয় এবং মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, অতসীপুষ্পের ন্যায় বর্ণ, সুন্দর লোচন, নবযৌবনসম্পন্না, সর্বালঙ্কারে শোভিতা। অতি সুন্দর দশন (দাঁত) সমূহ সেইরূপ পীন (খর্ব) ও উন্নত পয়োধরযুগল, মহিষাসুরমর্দ্দিনী মা দুর্গা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন। মৃণালের ন্যায় আয়ত দশবাহু সমন্বিতা। ডান দিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো উপর হতে নিজের দিকে- ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি। বাম দিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো - খেটক (ঢাল) পূর্ণচাপ, পাশ, অঙ্কুশ ও ঘণ্টা বা পরশু। দেবী নিম্নে মহিষরূপী অসুরের মস্তক (খড়্গ দ্বারা) বিচ্ছিন্ন করলেন। সেই মহিষের দেহ থেকে খড়্গ হস্তে মহিষাসুরের উদ্ভব হলো। দেবী শূলাঘাতে মহিষাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এতে তার শরীর থেকে রক্ত বিচ্ছুরিত হতে লাগল এবং শরীর রক্তাক্ত হয়ে পড়ল। দেবী ভীষণ মুখ ও ভ্রূভঙ্গী দ্বারা মহিষাসুরকে নাগপাশে বেষ্টিত করলেন এবং সপাশে বামহস্ত দ্বারা মহিষাসুরের কেশাকর্ষণ করলেন। মহিষাসুরের মুখ থেকে রক্ত বমন হতে লাগল, দেবীর সিংহ তা প্রদর্শন করল। দেবীর দক্ষিণ পা সিংহোপরি অবস্থিত এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মহিষের উপরে অবস্থিত। দেবগণ সন্নিবিষ্ট হয়ে এইরূপ দেবীর স্তব করছেন। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং অতিচণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি সতত দুর্গাদেবীকে পরিবেষ্টিত করে আছেন। এইরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষদায়িনী জগদ্ধাত্রীকে (দুর্গাকে) চিন্তা করবে।

কোন্ কোন্ দেব দেবী ভক্তগণের কী কী মনস্কামনা পূরণ করেন?

তাদের বাহনের নাম কী? বাহনগুলি কীসের প্রতীক?

১. শ্রীশ্রী দুর্গা: তিনি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ দান করেন। শ্রী দুর্গার বাহনের নাম সিংহ। সিংহ শক্তির প্রতীক।

২. শ্রীশ্রী মহাদেব (শিব): শিব মঙ্গলময়, তিনি দুঃখ, দারিদ্র্য ও শোক বিনাশ করে ভক্তগণকে সুখে রাখেন। তাঁর নিকট জ্ঞান কামনা করবে। তাঁর বাহন বৃষভ (ষাড়)। ষাঁড় শক্তি ও প্রজননের প্রতীক। শিবের অবস্থান মা দুর্গার মস্তকোপরি দুর্গা কাঠামোতে।

৩. শ্রীশ্রী লক্ষ্মী: শ্রীশ্রী লক্ষ্মী ধনদাত্রী। তাঁর বাহন পেঁচক (পেঁচা), মা লক্ষ্মী শস্য সম্পদের প্রতীক। পেঁচা শস্য সম্পদ রক্ষার্থে ক্ষেতের পোকা মাকড় নিধন করে শস্যকে বাঁচায়। লক্ষ্মীদেবী মা দুর্গার ডান দিকে অবস্থান করেন।

৪. শ্রীশ্রী গণেশ: সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাঁর বাহন মূষিক (ইঁদুর)। ইঁদুর ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রতীক। গণ শক্তির প্রতিভূ গণেশ মা দুর্গার ডানে অবস্থান করেন।

৫. শ্রীশ্রী সরস্বতী: জ্ঞানের প্রতীক মা সরস্বতী বিদ্যাদাত্রী। তাঁর বাহন হংস। হংস (হাঁস) গতিময় ও জ্ঞানময়। (জলের মধ্যে দুধ ঢেলে দিলে হাঁস শুধুমাত্র দুধটুকুই গ্রহণ করে)। সরস্বতী দুর্গাদেবীর বামে অবস্থান করেন। বিদ্যার দেবী হিসেবে সকলে বিশেষ করে ছাত্র/ছাত্রীরা দেবী সরস্বতীকে পূজা করে থাকেন।

৬. শ্রীশ্রী কার্তিকেয়: সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি কার্তিক দেবসেনাপতি। তিনি শক্তির প্রতীক। পুত্রসন্তান কামনার্থে মায়েরা কার্তিক পূজা করে থাকেন। কার্তিকের বাহন ময়ূর। ময়ূরপাখি রাজকীয় পাখি। যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপূণ। মা দুর্গার বামে তাঁর অবস্থান।

লেখক পরিচিতি: বর্ণের জাদুকর মহাকবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দুবার স্বর্ণপদকসহ সম্মাননা প্রাপ্ত জাতীয় শ্রেষ্ঠশিক্ষা। লেখক, গবেষক, সংগঠক ও নাট্যজন। রাজশাহী

তথ্য সূত্র:

১. দুর্গাতত্ত্ব- অধ্যাপক শ্রী অর্ধেন্দুবিকাশ রুদ্র

২. দেব দেবী ও তাদের বাহন- স্বামী নিম্মলানন্দ

৩. অনিন্দময়ী- দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

৪. পুরোহিত দর্পণ- পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

দুর্গা মায়ের উৎসব

আশীষ গমেজ

ঢাকের তালে ফিরে এলো
দুর্গা মায়ের উৎসব,
আনন্দ আয়োজন ঘরে ঘরে
শঙ্খ ধ্বনীর রব।
সনাতন ধর্মীর পূজা উদ্‌যাপন
আনন্দ-উৎসব সবার,
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান
নেই কোন ভেদাভেদ আর।
পূজা মণ্ডপে সন্ধ্যা আরতী
নির্মল শান্তি আনে,
সকাল-সন্ধ্যা ছুটে সবায়
পূজার মেলা পানে।
দুর্গতিনাশিনী মায়ের আশীর্বাদ
আসুক বাংলার বুকে,
অভাব-অসংগতি সব ভুলে
সুখী জীবনের ছবি আঁকে।

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত: ১৯৮৭, রেজিঃ নং - ৮১৪/২০০৫,
৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬।

সূত্রঃ কে.সি.সি.সি.ইউ.এল./২০২৪-২৫/০১৭ তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪খ্রীঃ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:০০ ঘটিকা ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪ সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা-১২০৬ এ অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৪ এ সকল সদস্যদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

রিচার্ড ভিনসেন্ট গমেজ
সভাপতি
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রোনাল্ড সনি গমেজ
সম্পাদক
কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

ক) দয়া করে বার্ষিক প্রতিবেদন বইটি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
খ) সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে কোরাম পূর্তিতে যারা নাম রেজিষ্টেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে।
গ) সকল সদস্যগণ সশরীরে ১১ঃ০০ ঘটিকার মধ্যে নিজ নিজ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করবেন।

বিজ্ঞ/২৩৮/২৪

পূজা শুধু উৎসব নয়

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

"পূজা" শব্দটি হিন্দু ধর্মের মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ "পূজা" শব্দটি মুখে আসতেই প্রথমে হিন্দু ধর্মের কথা মনে আসে। তবে খ্রিস্টানধর্মেও "পূজা" শব্দটি বহুল পরিচিত এবং পুরাতন নিয়মে এর অধিক ব্যবহার রয়েছে। তবে শব্দের দিক থেকে মিল থাকলেও পূজার ধরণ, প্রকার, প্রকৃতি, নিয়ম-নীতির দিক থেকে দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

"পূজা" শব্দটি সংস্কৃত এবং এর অর্থ শ্রদ্ধা, সম্মান,ও উপাসনা। দেবতার উদ্দেশে প্রদীপ জ্বেলে ভক্তি সহকারে ফুল, খাদ্যদ্রব্য- প্রভৃতি নৈবেদ্য উৎসর্গ করাই হলো পূজা। হিন্দু রীতিতে, পূজা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে করা হয়। পূজা করা হয় মূলত: দেবতার আশীর্বাদ ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে। কিন্তু শুধু হিন্দু রীতিতেই নয়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা ও পুজা করে থাকে। তবে এখানেও ধর্মভেদে পূজার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

সাধারণ অর্থে পূজা বলতে প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে বুঝায়। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা সাকার উপাসনার পদ্ধতি। এই উপাসনায় ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং অনুগ্রহ, আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশে ভক্তি সহকারে তাঁকে ডাকা হয়। তাঁর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তাঁর নাম করে স্তুতি বন্দনা ও গুণকীর্তন করা হয়। সেই সাথে নিজ পরিবার - পরিজন ও সমস্ত জীব জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনায় অনুনয় বা প্রার্থনা করা হয়। আর এসব ক্ষেত্রে হৃদয়ের ভক্তি, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাঁর উদ্দেশে নানা অর্পণ উৎসর্গ করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পূজা। তবে পূজার বিশেষ রীতিনীতি রয়েছে, যেগুলো মেনে তবেই পূজা করতে হয়। কারণ এখানে স্বয়ং ঈশ্বরকেই "পূজা" করা হচ্ছে, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও সর্বমঙ্গলময়।

"পূজা" ও "পার্বণ" শব্দ দু'টির মধ্যে মিল মনে হলেও শব্দ দু'টি অর্থগত ভাবে আলাদা। "পূজা" শব্দের অর্থ হলো "শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, যা কোনো দেব-দেবীর উদ্দেশে কোনো নৈবেদ্য অর্পণ করাকে বোঝায়। "পার্বণ" শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। আর উৎসব মানেই আনন্দঘন পরিবেশ বা অনুষ্ঠান। কাজেই বলা যায় পার্বণ হলো উৎসব মুখর পরিবেশে আনন্দ চিত্তে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, ঘর বাড়ি সাজিয়ে, নাচ, গান করা। শুধু কি তাই? বাহারি সব পোশাকে নিজেকেও সাজিয়ে পরিতৃপ্ত হয় মানুষ। আর এই বিষয়গুলো সকল ধর্মের মানুষই করে। তবে এখানেও ধর্মগত ভাবে কিছুটা বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। আর এটাই স্বাভাবিক। হিন্দু ধর্মের বিধি-বিধান অনুসারে বিভিন্ন দেব- দেবীর পূজায় বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়। একে বলা হয় পার্বণ।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাসের সাথে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে দেবতার আশীর্বাদ ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে, সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি লাভের এবং দেবতার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে বাড়িতে কিংবা মন্দিরে পূজা অর্চনা করে থাকেন। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্মে পূজার রীতিও প্রাচীন।

হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা করা হয় কিনা, অনেকের মধ্যে এমন প্রশ্ন রয়েছে। আর এ ধরনের প্রশ্ন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাসে আঘাত হানে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে আমরা দেখেছি যে, কতিপয় ব্যক্তি হিন্দুদের বাড়িতে, মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমা ভাংচুর করেছে। এইসব ঘটনা সামাজিক শান্তি নষ্ট করার পাশাপাশি হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত হানছে। আধুনিক ও সভ্য সমাজের মানুষ হিসেবে যা কখনোই কারো কাম্য নয়। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থেকেই এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা জন্ম নিচ্ছে। কাজেই আমাদের সকলেরই কিছুটা হলেও অন্য ধর্ম সম্পর্কে ধারণা রাখা উচিৎ।

হিন্দুধর্মে মূর্তি নিজেই দেবতা নয়, মূর্তি হলো দেবতার আকৃতি, মূর্ত প্রতীক বা প্রকাশ। "মূর্তির মাধ্যমে দেবতার পূজা করা হয়। কিন্তু তার আগে ধর্মীয় বিধান মেনে মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত বিশদ পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে মূর্তির মধ্যে দেবতাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য শোক বা মন্ত্র পড়তে হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই দেবতা সেই মূর্তিতে আবির্ভূত হন। এবং তখন সেই মূর্তিটি আর সাধারণ কোনো মূর্তি থাকে না। মানুষের হাতে বানানো সাধারণ মূর্তিটিতে তখন দেবতার অবয়ব চলে আসে এবং এর পরই তা পূজা করার যোগ্য হয়ে ওঠে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত কোনো ভাবেই প্রতিমা পূজা করা হয় না। এটি ধর্মীয় ভাবে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে "চক্ষুদান" করে নিয়ে তার পর তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এ সকল কাজগুলো করতে হয় সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে।

হিন্দুধর্ম মতে দেব-দেবীর সংখ্যা অনেক বেশি। তবে তারা একেকজন, একেক দেব-দেবীর পুজা করে থাকে। তাদের ধর্ম বিশ্বাস, একেক দেব-দেবী একেক ক্ষমতা বা শক্তির উৎস, এবং এই ভক্তিপূর্ণ পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে তারা নানাভাবে অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন। প্রতিটি ধর্মেরই কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, যা পালন করা একান্ত আবশ্যক। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুজা করে থাকেন। আর এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকেন।

খ্রিস্টধর্মেও পূজা শব্দটিকে সমর্থন করে এবং ইতিবাচক হিসেবে দেখা হয়। তবে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে পুজার নিয়মের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। খ্রিস্টধর্মে পবিত্র ক্রুশের, পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করা হয় এবং এই সময় ভক্তি সহকারে খ্রিস্টভক্তগণ যিশুতে মনপ্রাণ নিবেদন করে। ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্র বেদীতে ধুপারতি দেয়। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় ও অনুগ্রহ যাচ্না করে থাকে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দুই ধর্মের মধ্যে নিয়মের পার্থক্য থাকলেও পূজার অর্থের মধ্যে ভিন্নতা নেই। একইভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা ও সকাল -বিকাল বুদ্ধের উদ্দেশে পুজা দিয়ে থাকেন। এই পুজার মাধ্যমে তাদের দান চেতনা উৎপন্ন হয়, সৎ কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং চিত্তে মৈত্রী,করুণা ও উদারতা জাগ্রত হয়। তাহলে এটি স্পই বুঝা যায়, পূজার মধ্য দিয়ে অন্তরের প্রশান্তি যেমন আসে তেমনি সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তবে, একথা সকলেরই মানতে হবে যে, যার যার ধর্ম বিশ্বাস, যার যার কাছে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমি নিজে যেমন আমার ধর্মকে বিশ্বাস করি ও ভালোবাসি, ঠিক তেমনি অন্য ধর্মে বিশ্বাসী মানুষজনও তার ধর্মকে ততটাই বিশ্বাস করে ও ভালোবাসে। আমরা অবশ্যই অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। তবে নিজের ধর্ম আগে ভালো ভাবে জানতে হবে, হৃদয়ে ধারণ ও লালন করতে হবে এবং সর্বান্তকরণে তা পালন করতে হবে। মানুষ হিসেবে এর চেয়ে বড় দায়িত্ব আর কিছু হতেই পারে না। কাজেই অন্যের ধর্ম নিয়ে কোনো বিরূপ মন্তব্য করা উচিৎ নয়, যার ফলে কারো ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে। আমাদের মনে রাখতে হবে- প্রতিটি ধর্মই মানবতার কথা বলে, ভালোবাসার কথা বলে, ক্ষমার কথা বলে।

বাংলাদেশ একটি অসম্প্রদায়িক দেশ। জাতি -ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, নির্বিশেষে সকল মানুষ এখানে মিলেমিশে শান্তিতে বাস করে আসছে যুগ যুগ ধরে। বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একত্রে পথ চলবে এবং একে অন্যের পূজা-পার্বণে সামিল হবে, এটাই সকলের কাম্য। শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসেবে আমরা অবশ্যই মনে রাখবো- ধর্ম যার যার, উৎসব সবার"। কাজেই কাউকে অবহেলা করে নয় বরং সকলকে নিয়ে মিলেমিশে এগিয়ে চলব এবং দেশের মধ্যে শান্তি বজায় রাখবো- এই হোক আমাদের চিরকালীন ব্রত।

আলোকিত আন্দোলন

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

সম্প্রতি দেশে ঘটে যাওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অনেক কিছুর ব্যাপারে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সঞ্চিত সংকটের যেমন মুল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি অনেক সর্বনাশেরও বৃষ্টি ঝড়েছে। অনেক আশঙ্কার বিষয় যেমন আলোতে এসেছে, তেমনি অনেক কদর্য বিষয়গুলোও বেড়িয়ে এসেছে। অনেক সুচিন্তার বিষয় যেমন উন্মুক্ত হয়েছে, তেমনি অনেক কুমতলব ও কুচিন্তার বিষয়গুলোও প্রকাশ পেয়েছে। অনেক কর্মোদ্যমের আবেগিক স্পৃহা যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি অনেক নীতি-নৈতিকতার ভ্রম-ভ্রষ্টতাও প্রকাশ পেয়েছে। অনেক সুশিক্ষার চেতনাবোধ যেমন জেগেছে, তেমনি লুকানো, চাপা থাকা অনেক কুশিক্ষা, কৃত্রিমতা ও কুপ্রবৃত্তিও বেড়িয়ে এসেছে।

এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দুর্নীতিপূর্ণ দৌরাত্বের দানবী ধাক্কা তো লেগেছেই তার উপর যেটা সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে সেইগুলো হলো মানুষের বর্বরতা, এই যুগের কলংকিত সভ্যতা, নীতি-নৈতিকতা, সঠিক বিবেক গঠন এবং সঠিক মানবিক মুল্যবোধের শিক্ষা বিবর্জিত চরম অরাজক বাস্তবতা, দেশপ্রেম এবং দেশাত্মবোধের চরম অভাব, ইতিহাস-ঐতিহ্য পোষণে-লালনে চরম দীনতা এবং পরিতাপের বিষয় হলো মানবিক সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের সামাজিক বিপর্যয়। ভাবা যায়! হাতে কলমে যার এতটুকু শিক্ষা নেই সেই ব্যক্তিটা থেকে শুরু করে, সেই উচ্চ ডিগ্রীধারী মানুষের স্বভাবে, আচরণে-ব্যবহারে, চরিত্রে এত কুশিক্ষা ও কদর্যতা! এই আন্দোলন না হলে তো বোঝা-ই যেতো না যে, আসলে মানুষের ভিতরের চেহারার অবস্থানটা কি, মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার কি অবস্থা, মানুষের মন-মানসিকতা কোন পর্যায়ে আছে, মানুষের মুল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা ও বিবেকের গঠন কোন আদলে-আদর্শে গড়ে উঠছে! বুঝা-ই যেতো না মানুষের মনে চাপা থাকা কি ভয়ানক-ভয়ংকর পুঞ্জিভূত বিস্ফোরণমুখ হীন-কদর্যতার লাভা।

আর এই আন্দোলনে মানুষ তা-ই দেখেছে, তা-ই দেখিয়েছে যে, এই সংস্কার-বিপ্লবের পাশাপাশি কি ভয়ানক বিদ্বেষ ও বিকৃতরুচি, কি ভয়ানক প্রতিহিংসা ও প্রতিঘাত, কি ভয়ানক হামলা ও হত্যাযজ্ঞ, কি ভয়ানক উস্কানী ও উগ্র-লাফানী, কি ভয়ানক ধ্বংস-ক্ষয় ও মানবিক বিপর্যয়, কি ভয়ানক উগ্রআবেগ ও মৃত বিবেক। এই আন্দোলন না হলে বুঝা-ই যেতো না যে মানুষের মধ্যে এত ভয়ানক ধর্মান্ধতা, উগ্রতা ও নিষ্ঠুরতা। এই আন্দোলন না হলে বুঝাই যেতো না যে পুরো দেশটাই এমন গুরুতর অসুস্থ হয়ে আছে, যা আসলে এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবক্ষয় ও পঁচন ধরে আছে। বৈষম্যবিরোধী বিপ্লবে আসলে শুভ চেতনাবোধ তো জেগেছেই তার সাথে যা ঘটেছে তাহলো ঘোরতর বৈষম্যেরই বিস্ফোরণ। বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের সাম্য, সুশাসন ও শুদ্ধির নামে আসলে আবার মানবাধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানব মর্যাদা, মানবিক শ্রদ্ধা-সম্মানবোধ, আচরণের ভদ্রতার ও সভ্যতার নুন্যতম সীমারেখার পুরোটার ধ্বস নেমেছে।

এই আন্দোলনে মানুষের মধ্যে আবেগ ও হুজুগ'টা বেশ আপ্লুভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আবেগ থাকবে, এটা ভালো তবে অতি আবেগ কখনোই ভালো নয়। মানুষের বয়সের বিভিন্ন পর্যায়ে আবেগের সাথে বিবেকের গঠন, মানবিক বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান-বিচক্ষণতারও সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তবে সেখানে যদি সৎ-শুদ্ধ জ্ঞান ও সঠিক যুক্তিকে লালন করা হয়। ছোটদের আবেগ আর বড়দের আবেগ এক কখনো হতে পারে না। ছোটদের আবেগ হলো চিত্ত চাঞ্চল্য, সবকিছু দ্রুত লাভের ভাবাবেগ। আবেগ শুধুই কাঁদামাটি নরম, সাবধানে সামলাতে হয়। আর বয়সের সাথে সাথে ভালো-মন্দের যুক্তিসহ সঠিক বিচার-বুদ্ধির অবধারণ শক্তিই বয়স্কদের পরিপক্কতা। মানুষের চলমান জীবনে যদি সুস্থ, সত্য ও সঠিক জ্ঞান লালন না ঘটে তখন আবার সেই বয়স্ক মানুষটা কিন্তু হতে পারে আবেগে ভয়ানক। তখন তার সরূপটাকে সঠিক পরিপক্ক মানুষ বলা যাবে না, সেখানে তার আচরণ-আদর্শ হয়ে উঠতে পারে পঙ্কিল-পশুতুল্য। সত্য, সঠিক ধর্ম শিক্ষা, চর্চা ও লালন কিন্তু মানুষকে মানবিক করে, উদার করে, হৃদয়বৃত্তিকে মনুষত্ববোধসম্পন্ন করে, সত্যম, শুভম ও সুন্দরম-এ আলোকিত করে। আর মিথ্যা, কল্প-কাল্পনিক ও ভ্রান্ত-শিক্ষা মানুষকে প্রতারিত করে, মানুষকে অন্ধ করে, উগ্র করে, বিদ্বেষপূর্ণ করে, ধ্বংসাত্বক করে। জ্ঞান তাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'তুমি যদি তিনটা R সম্বন্ধে শেখো আর চার নাম্বার R বিষয়ে না শেখো, তাহলে তুমি পাঁচ নাম্বার R হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি যদি Reading, Writing, Arithmetic শেখো কিন্তু তুমি যদি সঠিক ধর্ম (Religion) জ্ঞান লাভ না কর, তাহলে তুমি Rascal হয়ে যাবে'। মহাত্মা গান্ধী এই নৈতিক আদর্শ বিবর্জিত মানুষের মধ্যে কয়েকটি বিকৃত পাপ-প্রবণতার কথা বলেছেন । যেমন, তিনি বলেছেন, 'বিনা নীতির রাজনীতি, বিনা পরিশ্রমে ধন, বিনা বিবেকে আনন্দ, বিনা আত্মদানে উপাসনা, বিনা নৈতিকতায় ব্যবসা'।

দেশের রাজনীতিতে কোন নীতি-নৈতিকতা নেই, যা ভীষণভাবে আগ্রাসী দুর্নীতিতে আক্রান্ত; আর্থিক জগতে অর্থ উপার্জনে মানুষ যতরকম অসততা-চতুরতা আছে তা অবলম্বন করে যাচ্ছে; সংস্কৃতি জগতে মানুষের আনন্দ-বিনোদনে নেই কোন শুদ্ধ ও পরিশীলিত চর্চা, আচরণ ও বিচরণ, রুচিবোধের নেই কোন ভালো-মন্দের সুস্থ মাপকাঠি; ধর্ম জগতে আচার-উপাসনার রঙ্গিন উড়ানির কমতি নেই কিন্তু এর প্রতিফলন জীবন-আচরণে উগ্রতা ছাড়েনি। এই বৈষম্যমুলক আন্দোলনে কিছু মানুষের মধ্যে এর জলন্ত জঞ্জালগুলোই বেড়িয়ে এসেছে। আসলে বিগত কালের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষা নীতিতে শুধু নম্বর ভিত্তিক ও মেধাবৃত্তিক উন্নয়নের সাথে মানবিক ও নৈতিক শিক্ষার (যা প্রকৃত হৃদয়বৃত্তিক মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন) ভারসাম্যহীনতাই এই ভয়ানক বিপর্যয়।

ইতিহাসের অনেক উদাহরণ আছে যে এই ভারসাম্যহীনতায় আবার অনেক সুযোগ সন্ধানীও আছে, যারা এই শুন্যতার সুযোগ গ্রহণে সবসময় সক্রিয়। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে একটা নির্দিষ্ট মতাদর্শী ও মানসিকতায় আগ্রাসী গোষ্ঠি তাদের লালিত চতুর গোপন এজেন্ডা পূরণের এই সুযোগটা সফল করতে বেপরোয়া। বর্তমানে সংস্কারের নামে চলছে নানা ধরনের পরিবর্তন, যেমন পদত্যাগে বাধ্য করা, নতুন পদায়ন করা, পুরানোদের পাকড়াও করা, পদ-পদবীর পরিবর্তন করা, পেশী প্রয়োগের চর্চা করা ও তাছাড়া পরনিন্দা করা হচ্ছে। আসলে যেটা সংস্কারের জন্য প্রয়োজন সেই চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। আসলে এটা অতি বাস্তব যে, দীর্ঘদিনের অসৎ, অনৈতিক, অপ-শিক্ষা ও চর্চায় কিন্তু চরিত্রের পচনই ধরে। মুল কথা হলো সৎ, নৈতিক-মানবিক মুল্যবোধ শিক্ষা, সঠিক ধর্মজ্ঞান, সহণশীল ও সৃজনশীল আচরণ, সাম্যনীতির চর্চায়ই কিন্তু আবার সুচরিত্রের পত্তন সম্ভব। অন্যথায় সুশাসন বলি, সাম্য বলি, সমানাধিকার বলি কোনটাই প্রতিষ্ঠিত হবে না। ঘুরেফিরে সেই বৈষম্য, বিদ্বেষ, মনে-আচরণে সেই বিকৃতির সংস্কার না হয়ে তা আবার স্বার্থবাদী ও সুবিধাবাদী মানুষ দ্বারা নতুনরূপে এবং গুরুতরভাবে বিকার হয়ে উঠবে।

অনেক আগে থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল, অনুভূত হচ্ছিল, উপলব্ধিতে জেগেছিল এই যে জাগতিক উন্নয়ন, এই যে প্রাযুক্তিক উন্মাদনা,

এই যে অর্থনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনের ভাড়ামি তার কখন যেন ভরাডুবি ঘটবে! কারণ এরসাথে পাশাপাশি মন-মনন-মনুষত্বের মৌলিক মানবিক, নৈতিক মুল্যবোধ ও সঠিক শিক্ষা ও জ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠতে একেবারেই নজর দেওয়া হয়নি। বলতে গেলে বিস্তৃতভাবে যত অসঙ্গত, অসৎ, অপশিক্ষায়ই মানবিক অন্তরাত্মায় এই অন্তর্ঘাত ঘটেছে। অর্থাৎ যেন বালুর উপর বিল্ডিং গড়ে উঠেছে। এখানে যিশুর দেওয়া সেই বিখ্যাত উপমা কাহিনীটি এর জলন্ত প্রমাণ।

এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন-এর যে দর্শণ ও দিগন্ত দৃষ্টি উন্মোচিত হয়েছে তা কিন্তু আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রত্যক্ষ অনেক বার্তা দিচ্ছে। তবে নেতিবাচক দিকগুলো হলো ইতিমধ্যেই আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা এর দ্বারা আক্রান্ত ও বিভ্রান্ত। প্রথমত আমাদের খ্রিস্টানদের মধ্যেও সংঘ-সমিতিগুলো এই আন্দোলনের বৈষম্যজাত বিদ্বেষ আগুনে আক্রান্ত; দ্বিতীয়ত আমাদের খ্রিস্টানদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অনেক হতাশা, নিরাশা, অসহায় অবস্থা; তৃতীয়ত আমাদের শিক্ষা-সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্বেষের আক্রমণে আক্রান্ত। সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়টা হলো আমাদের দুর্বলতা, অসতর্কতা ও অদূরদর্শীতার আচরণে ও কারণে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অর্থকরী প্রতিষ্ঠানগুলো হতে পারে ভয়ানকভাবেই আক্রান্ত, যার পরিণামে আসলে সামগ্রিকভাবে খ্রিস্টভক্তগণই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারো ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে বা প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ বা বিদ্বেষ পোষণ করতে গিয়ে যদি আমরা অবিবেচক হই, এবং নিজেদের পায়ে কুড়াল মারি তবে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

আমি মনে করি এই আন্দোলন আমাদের খ্রিস্টবিশ্বাসী মণ্ডলীর অবস্থা বিশ্লেষণের ও ভাবি করণীয় ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মুল্যায়নের ও বিভিন্ন দিক-দর্শণ সৃষ্টির জন্য একটা মোক্ষম সময়। এই সময়টাকে যদি সঠিকভাবে মুল্যায়ন না করি, এটাকেই পটভূমি করে যদি সঠিক দিক দর্শন না গড়ি, তা হলে এই দেশের অসুস্থ বাস্তবতায় সামনের ভবিষ্যতে আমাদের খ্রিস্ট সমাজ আরো বড় হুমকির মুখে পড়বে। দেশের সুশিক্ষা ও সুআদর্শ বিবর্জিত এই অসুস্থতা দ্বারা আমাদের শিশু-যুবরা আরো গুরুতরভাবে আক্রান্ত হবে ও তাদের মানবিক জীবনে আরো বিপর্যয় ঘটবে। এই মুহূর্তে দেশের এই মানবিক, নৈতিক অবক্ষয়ের ক্রান্তিকালে খ্রিস্টবিশ্বাসীভক্তগণ যেন এই বৈষম্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য শুধু খ্রিস্ট-বিশ্বাসের দৃঢ়তায় নয়, বরং খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও আদর্শ গড়ায়, রক্ষায়, প্রতিষ্ঠায় ও নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে মিলন ও একতায় শুভ সংগ্রামে ব্রতী হতে হবে। প্রকৃত খ্রিস্ট শিক্ষায় রয়েছে মানব কল্যাণের, শান্তির, মানবতার ও সুন্দর মানুষ, সুন্দর পরিবার ও সুন্দর সমাজ গড়ার অমৃত বাণী।

১) প্রগতিশীল মণ্ডলীর লক্ষ্যে যুগ লক্ষণ বিশ্লেষণ

বর্তমান বিশ্বের এবং বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশের যুগলক্ষণে ও আন্দোলনে কিন্তু একটা ভিন্নরকম, ভিন্ন চেহারা-চিত্র এবং বলতে গেলে অস্বাভাবিক একটা চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই যুগলক্ষণ অস্বাভাবিক তো বটেই তার পর সামনে অশনিরও ধ্বনি রয়েছে। মনে রাখতে হয়, কোন বিপ্লব বা আন্দোলন কিন্তু মানুষের, সমাজের কর্ম-ধর্ম মুল্যায়নের জন্য সামগ্রিকভাবে একটা গভীর বিশ্লেষণের সুযোগও এনে দেয়। বর্তমান বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য এটাকে গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। যুগে যুগে মণ্ডলীর উত্থান-পতনের ইতিহাস আছে। কখনো 'মণ্ডলীর স্বর্ণযুগ' ছিল, কখনো 'মণ্ডলীর অন্ধকার যুগ' ছিল। এমনি করে তীর্থযাত্রী খ্রিস্টমণ্ডলীতে কালে কালে এর গতিতে সক্রিয়তা, স্থবিরতা, নিষ্ক্রিয়তা বিরাজ করেছে। সেই বাস্তবতায় বর্তমান আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীকে আমি 'মণ্ডলীর উদাসী যুগ' হিসাবে দেখছি। কেমন যেন 'ছাড়া ছাড়া ভাব', কেমন যেন 'নির্লিপ্ত ভাব', কেমন যেন 'লক্ষ্যহীন ভাব', কেমন যেন 'স্থবির ভাব', কেমন যেন 'জড়-জাগতিক ভাব', কেমন যেন 'হালকা গোটানো বা শুধুই লোক দেখানো চরিত্র-স্বভাব'। তার উপর আবার বর্তমান বাংলাদেশের এই চিত্র-চরিত্র! এখন কিন্তু এই তথাকথিত 'ভাব' এবং বাংলাদেশের বর্তমানে প্রবাহিত ভীষণ-ভারী বিষময় বাতাসগুলোকে আমাদের 'ভাবনা'য় আনতে হবে। এইগুলো অনেক কিছু ইঙ্গিত দেওয়ার যুগলক্ষণ। এই বাস্তবতাকে নিয়ে মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষকে খ্রিস্টসমাজের নেতৃ বৃন্দদের সম্পৃক্ত করে এর গভীর বিশ্লেষণ করতে হবে। বাংলাদেশ খ্রিস্টসমাজের রুগ্ন দিকগুলো খুঁজতে হবে, মণ্ডলীর মৌলিক আদর্শ ক্ষুন্ন হওয়ার দিকগুলো বের করতে হবে, বিশ্বাসের ও বিশ্বাস প্রকাশ ও প্র্যাক্টিস-এর দুর্বল দিকগুলো নির্নয় করতে হবে, সঠিক ও প্রকৃত খ্রিস্ট ধর্ম ও মূল্যবোধ শিক্ষার যে অভাব ও অবক্ষয় তার পিছনের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। আর তা নিরাময়ের জন্য এবং নতুন কর্মকৌশল নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর লক্ষ্য হয় যেন- 'বাংলাদেশ মণ্ডলীকে 'প্রগতিশীল স্থানীয় খ্রিস্ট মণ্ডলী'র প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী গঠন (Formation) দেওয়া, গতি (Motion) দেওয়া, এর সঠিক ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গন্তব্যের দিক-দর্শন (Mission-Vision) দেওয়া'।

২) মণ্ডলীর ধর্মীয় ও সামাজিক নেতাদের আদর্শ জীবন

আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে নেতা-নেতৃদের (ধর্মীয় নেতা-নেতৃবৃন্দসহ) মধ্যে বৈষম্য নেই এটা বলা যাবে না। এদের মধ্যে দলাদলি, চাতুরতা, অসততা, পক্ষপাতদুষ্টতা, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থবাদিতা, সংকীর্ণবাদিতা ও দাম্ভিকতা, নির্লিপ্ততা রয়েছে। আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ নেই সেটাও বলা যাবে না। প্রচন্ডভাবেই বিদ্বেষ কাজ করে। এগুলোর বর্হিপ্রকাশ যেমন; যোগ্যতার কদর যাচাই হয় না, দক্ষতার দাম থাকে না, সত্য বলার ও গ্রহণ করার সাহস থাকে না, মানির মান রাখে না, সঠিক ব্যক্তির স্বীকৃতি থাকে না, কথা ও কাজের মিল থাকে না, ত্রিত্বের চেয়ে তেলের গুরুত্ব বেশী। বরং কিভাবে অন্যকে দাবানো যায়, কাছে না টেনে দুরে রাখা যায়, বঞ্চিত করা যায়, চরিত্র হনন করা যায়, এড়িয়ে চলা যায়, উদাসীন থাকা, অন্যায় করা যায়, দমিয়ে রাখা যায়, লুকোচুরি করা যায় এই সকল প্রবণতা কাজ করে। কথায় আছে মাছের পঁচন ধরে মাথা থেকে। খ্রিস্টীয় সমাজের আর্থিক, আধ্যাত্মিক, প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বে ও পরিচালনায় যারা তাদের মধ্যে যদি এই মানসিকতা থাকে (অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে জোড়ালোভাবেই আছে) তা হলে এই আন্দোলন আমাদের/তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যেন এইগুলো আত্ম-শাসন ও শুদ্ধির মধ্যে দিয়ে আদর্শ, ন্যায়, সত্য সুন্দরের সিদ্ধি লাভ করি। সামাজিক ও সেবামুখী বিভিন্ন দল থাকে, থাকবে। দলের গঠনতান্ত্রিক আদর্শ থাকে। আর সেই দলের আদর্শ হয় অবশ্যই কল্যাণমুখী। কিন্তু যদি দলে দলাদলি, দলে দলে দলাদলি, আর দলে-দায়িত্বে ক্ষমতা ধরে রাখতে গিয়ে যদি নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ডে স্বার্থের ধান্দা থাকে তখন সেই মৌলিক আদর্শের বলি হয়। তাই আমাদের 'খ্রিস্টীয় নীতি ও শিক্ষার আদর্শের প্রশ্নে' একটা ঐক্যমতে পৌছতে হবে এবং অন্যদিকে ভিন্ন মতের বৈচিত্রতায় যেন বৈষম্য ও বিদ্বেষ-বৈরীতা সৃষ্টি না করি বরং খ্রিস্টীয় ভ্রাতৃপ্রেমের সুন্দর সমাজ ও মণ্ডলী গড়ায় ব্রতী হই।

৩) খ্রিস্টীয় পরিবারে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব

মানব উন্নয়নের মানদণ্ড শুধু অর্থ সম্পদ নয় ও শুধু পুথিগত জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা নয়। এটা দরকার কিন্তু এই আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে সঠিক ও নৈতিক মূল্যবোধ (যা প্রকৃত মানুষ হতে প্রয়োজন) বিবর্জিত শুধুই এই পুথি গত জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা কতটা ভয়ংকর। প্রকৃত মানব উন্নয়নে দরকার মানসিকতার উন্নয়ন, মন-মনন-মনুষত্বের উন্নয়ন। আর তা পুরোটাই নির্ভর করে মানুষের প্রকৃত ধর্মের সুশিক্ষা ও নৈতিক মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষার

উপর। আমরা আমাদের পরিবারগুলোর আর্থিক উন্নয়নের জন্য অর্থের পিছনে যতই ছুটি না কেন, ছেলেমেয়েদের এই ঘুনে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থায় যতই টাকা খরচ করি না কেন, যদি না আমাদের খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও আদর্শে ও আচারে তাদের না গড়ে তুলি তা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ খ্রিস্টীয় সমাজের মেরুদণ্ড গুরুতরভাবেই দুর্বল হয়ে পরবে। তাই প্রত্যেকটা পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক অভিভাবকের এই পরিস্থিতিতে দায়িত্ব হলো সন্তানদের ঘরের শিক্ষা, বাড়ীর শিক্ষা, সামাজিক অনুশাসন শিক্ষা, ব্যাবহারিক শিক্ষা, খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস শিক্ষা, খ্রিস্টীয় মুল্যবোধ ও নৈতিক মানবিক শিক্ষায় স্ববিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। কারণ এই আন্দোলনে লক্ষ্য করা গেছে অনেকের মধ্যে ভালো-মন্দের বিচার শক্তির দীনতা ও সঠিক বিবেক গঠনের চরম অভাব।

৪) মণ্ডলীর উপর আঘাত ও নির্যাতন এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা

এই আন্দোলনে খ্রিস্টানদের উপর, মণ্ডলী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর গুরুতর মন্দ উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও প্রতিষ্ঠিত এক ভয়ানক প্রত্যক্ষ চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা কোনভাবেই শুভ লক্ষণ তো নয়ই এটা কিন্তু সম্ভাব্য এক অশুভ পরিনাম-এর ইঙ্গিত দিচ্ছে। মণ্ডলীর উপর আঘাত ও নির্যাতনের কাল যেন শুরু হয়ে গেছে। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা কি প্রস্তুত এই আঘাত ও নির্যাতন সহ্য ও মোকাবেলা করার জন্য? এইগুলো কিন্তু খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বিশ্বাসে শুধু দৃঢ় থাকারই কথা বলে না বরং বিশ্বাসের দৃঢ় সাক্ষ্য দেওয়ারই কথা বলে। মণ্ডলীর ইতিহাস থেকেই আমরা পাই, যখনই মণ্ডলীতে/ খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে বিভিন্ন নির্যাতন ও চ্যালেঞ্জ এসেছিল মণ্ডলী ততই ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বিশ্বাসে দৃঢ়তা দেখিয়েছে, মণ্ডলী নবায়িত হয়েছে এবং ভয়-বিব্রত না হয়ে বরং বিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধিই পেয়েছে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, খ্রিস্টীয় শিক্ষা, আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বিশ্বাসীগণ কোনভাবেই কোন অধর্ম, অনৈতিক, মানবিক আদর্শবিবর্জিত শিক্ষা ও চাপের কাছে আপোষ করবে না বা নিজ আদর্শ বিসর্জন দিবে না। এই দৃঢ়তা প্রত্যেকজন খ্রিস্টানের মধ্যে প্রনোদিত হতে হবে। আক্রোষকারী এই অবাঞ্চিত চক্রদের এইগুলো আসলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ-চ্যালেঞ্জ নয়, এইগুলো হলো আমাদের আদর্শ, তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। কারণ আমাদের আদর্শ যে সত্য-সুন্দর, মানবিক, নৈতিক, কল্যাণমুখী। কারণ সত্য-সুন্দরকে ধর্মান্ধরা ভয় পায়। এইগুলো প্রকাশ পায় সেই ভয়-হীনমানসিকতা থেকে। মিথ্যা শিক্ষার দুর্বল চরিত্র থেকে। বরং আমাদের খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও আদর্শ যদি দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে চলি তা হলে যেকোন উগ্র-ধৃষ্টতা পরাজিত হবেই।

৫) ঐক্য, মিলন ও দেশপ্রেমের ভিত্তিতে খ্রিস্টসমাজের ঐতিহ্য ধারন ও রক্ষা

বাংলাদেশ খ্রিস্টসমাজ বৃহত্তর সমাজের কাছে অত্যন্ত ছোট। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় ও সামগ্রিক বাস্তবতায় এই ছোট খ্রিস্টসমাজই কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে শত শত বছর ধরে। স্বাধীনতা যুদ্ধে ও দেশে আলোকিত মানুষ গড়ার পিছনে এর বড় প্রমাণ। খ্রিস্টশিক্ষা ও আদর্শ একটা শক্তি, প্রকৃত মানব মুক্তির ভিত্তি, প্রগতিশীল মানব সমাজের গতি। এটা সর্বজন স্বীকৃতি পেয়েছে। যেমন বলেছি, পাশাপাশি মানুষ সত্যকে ভয় পায়, আদর্শকে ভয় পায়। আর ভয় পায় তারা যারা মিথ্যায় থাকে, পাপে থাকে, নীতি নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি যাদের না থাকে, আবেগে বিবেকের সঠিক মূল্যবোধযুক্ত যুক্তি যাদের থাকে না। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন নজির নেই যে কোন ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদিতা আদর্শ ও আধুনিক কোন সমাজ প্রতিষ্ঠার ও অগ্রগতির দিক নির্দেশনা দিতে পেরেছে। আর যদি তার অন্ধ থাবায় পরেছে তো সেই সমাজ ও সমষ্টি শুধু পিছিয়েই যায়নি তার মহা পতন ও পঁচনই লেগেছে। সত্য শিক্ষা মানুষকে সাহসী করে। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ সেই সত্য শিক্ষার সাহস নিয়ে চলতে এই আন্দোলনের আলোকিত প্রেরণা।

৬) কাথলিক খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলোর আদর্শ সমুন্নত রাখা

আমাদের ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই আন্দোলনের পরবর্তী বৈষম্য নীতি দ্বারা আক্রান্ত। এই বৈষম্যের আচরণ আমাদের কিছু বিভ্রান্ত করবে, অন্য মানুষের সরল মনে বিদ্বেষ ছড়াবে, কিন্তু তারা কখনো বিজয়ী হবে না। তারা বিরোধিতা করবে কিন্তু সার্বজনীন সুশিক্ষা ও সুন্দর চরিত্রগঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের আদর্শ চুতি ঘটাতে পারবে না। কারণ আমরা যিশুর কথামত এই জগতের আলো ও লবণস্বরূপ। আমাদের মনে রাখতে হবে চারিদিকের কোন চাপ, কোন চ্যালেঞ্জ, কোন চরমপন্থীর রক্ত চাহনিতে আমাদের আলো যেন ধামার নীচে না থাকে, আদর্শের নোনতা যেন আলনি হয়ে না যায়।

এখন মুল্যায়নের সময় এসেছে, আগে আমাদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে অনেক কিছুর সাথে আপোষ করেছি যা আমাদেরই দোষ ছিল। আমরা খ্রিস্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালিয়েও ছেলেমেয়েদের ধর্মক্লাশের ব্যবস্থা করতে দ্বিধা করেছি, রবিবারে খ্রিস্টযাগে তাদের জন্য অংশগ্রহণের সুযোগ নেই নাই, বারটার ঘন্টা পরলে দুতসংবাদের সময় নেই নাই অথচ আজান পরলে শ্রদ্ধার সাথে সব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেই, দেশের সঠিক-সুস্থ জ্ঞানচর্চা বিবর্জিত নষ্ট শিক্ষা নীতির দ্বারা নিজেদেরকেও অনেক সময় জড়িয়ে ফেলেছি, স্কুল কলেজ শিক্ষার বাইরেও আমাদের ধর্মীয় জীবন-যাপনকারী লাইনের শিক্ষক শিক্ষিকারা নৈতিকতাবোধ থেকে খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের যত্নের ব্যাপারে তাগিদ অনুভব করিনি। এই শিক্ষা শিক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় ধর্মকর্মও অবহেলা করেছি, শিক্ষা এজেন্টদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে বিশ্বাসের আচার-আধ্যাতিকতাও ভুলে গেছি। এইগুলো আমাদের দুর্বলতা ও আপোষ করে চলা। আমাদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে আমরা খুব আধুনিকতা দেখিয়েছি, অতি উদারতা দেখিয়েছি। এখন কিন্তু তা বুঝিয়ে দিয়েছে এইগুলো ভালো বারতা ছিল না। মনে রাখতে হবে আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের জয়গান শুনার মধ্যে মহত্ত্ব নেই।

শেষে এই আন্দোলনের যে কয়েকটি দিক বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো: এই আন্দোলনে মানুষের অন্তরে মানবিকতার গুণ খুব দুর্বল আকারেই প্রকাশ পেয়েছে, তবে দানবিকতা বেড়েছে; দেখা গেছে মানুষের প্রাণের হুস-জ্ঞান আছে তবে ঐশ্ব-মানের হুস-জ্ঞানের চর্চার অনেক অভাব আছে যেহেতু প্রতিটা মানুষ ঐশস্বরূপে সৃষ্ট; মানুষের ধর্ম ও ধর্মভীরুতা আছে কিন্তু প্রকৃত ধার্মিকতার বদলে প্রকট ধর্মান্ধতা রয়েছে যা থেকে মুক্ত হতে পারেনি; দেখা গেল দেশে শিক্ষার হার রাশিরাশি ও প্রায় শতের কাছাকাছি কিন্তু শিক্ষার মানের প্রশ্নে এক শোচনীয় অবস্থা; অসাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয় কিন্তু চেতনায় অসহিষ্ণুতা ও উগ্রতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি; দেশে শতশত দল রয়েছে কিন্তু পরস্পর দলাদলি ও কোন্দল মুক্ত হতে পারেনি; প্রশাসন পরিবর্তন চায় এবং হয়েছেও কিন্তু প্রতিহিংসার মানসিকতা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেনি। মানুষ হুজুগে স্বাধীন স্বাধীন বলছে কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থই বুঝেনি অর্থাৎ স্ব-অধীনে, সত্যের অধীনে ও স্ব-দেশের অধীনে আসতে পারেনি। মানুষ সুশাসন চাচ্ছে কিন্তু কেউ স্ব-শাসন-এর কথা ভাবছে না।

আসলে দেশে বিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দিয়ে ভরে দিতে পারি কিন্তু সেই বিদ্যা মুল্যহীন হবে, যদি না সুন্দর পরিবারের গৃহালয়ে মুল্যবোধ-বিদ্যা না পায়। দেশে ধর্মপোসনালয় দিয়ে ভরে দিতে পারি কিন্তু মানবকল্যাণ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা জাগবে না, যদি না সঠিক ধর্মজ্ঞান ও সত্যধর্ম শিক্ষা পায়। সারা দেশে বিচারালয় করে ভরে দিতে পারি কিন্তু বৈষম্য, বিদ্বেষ, বর্বরতা কমবে না, যদি না সঠিক বিবেকের গঠন পায় কারণ বিবেক হলো আসল বিচারালয়। সারা দেশকে কয়েদী আলয় (জেলখানা) করে ফেলতে পারি কিন্তু জেল হাজতী কমবে না, যদি না নিজেদের কুশিক্ষা, কুকর্ম ও কদর্য-কালিমা মুক্ত করতে পারি।

বিশ্ব যুব দিবস কোরিয়া- ২০২৭

ফাদার সুনীল রোজারিও

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ভাতিকান সিটি থেকে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব যুব দিবসের মূল শিরোনাম ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী বিশ্ব যুব দিবস অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল শহরে। এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়া মহাদেশে বিশ্ব যুব দিবস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগামী ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের জুবিলি বর্ষে রোমে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত বিশ্ব যুব দিবসের শিরোনামও প্রকাশ করা হয়েছে। পোপীয় দপ্তরের পক্ষে কার্ডিনাল কেভিন ফারেল ঘোষণায় বলেছেন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব দিবসের প্রতীক- যুব ক্রুশ এবং রোমীয়দের রক্ষাকারিণী মারীয়ার মূর্তি- আগামী ২৪ নভেম্বর খ্রিস্টরাজার পর্বদিনে সাধু পিতরের মহামন্দিরে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে কোরীয় যুবকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই আইকন হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে কোরীয় বিশ্ব যুব দিবসের আধ্যাত্মিক কার্যক্রম শুরু হবে।

ম্যানিলা বিশ্ব যুব সম্মেলন: এর আগে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির ১০-১৫ তারিখে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা শহরে- এশিয়ার প্রথম বিশ্ব যুব দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। রাজধানীর লুনেতা পার্কে অনুষ্ঠিত খ্রিস্টযাগে ৫০ লাখ মানুষ উপস্থিত ছিলেন- যা পরে স্থান করে নিয়েছিলো গ্রিনিজ বিশ্ব রেকর্ড বুকে। পোপ দ্বিতীয় জন পৌলের এ ফিলিপাইন সফর আজোবধি ভক্তের উপস্থিতির দিক থেকে বিশ্ব যুব দিবস রেকর্ড হয়ে আছে। পিলিপাইন বিশ্ব যুবদিবসের শিরোনাম ছিলো "পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, তেমনি আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি" *(যোহন ২০:২১)*।

সাহস হারিয়ো না, আমি সংসার জয় করেছি: সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচার থেকে আগামী কোরীয় বিশ্ব যুব দিবসের শিরোনাম নেওয়া হয়েছে- "সাহস হারিয়ো না, আমি সংসার জয় করেছি" (যোহন ১৬:৩৩, Take Courage; ও Have Overcome the World)। অন্যদিকে আগামী (২০২৫) খ্রিস্টবর্ষে পালিত হবে খ্রিস্ট জুবিলি, যার মূল বাণী হলো "আলোর তীর্থ"। সে সঙ্গে রোমে সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপিত হবে ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষের জুলাই ২৮ থেকে ৩ আগস্ট তারিখ পর্যন্ত। এ মিনি বিশ্ব দিবসের মূল বাণী বেছে নেওয়া হয়েছে সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচার থেকে, "তখন তোমরাও সাক্ষ্য দেবে, কারণ তোমরা গোড়া থেকেই আমার সঙ্গে রয়েছো" (যোহন ১৫:২৭, You Also Are My Witnesses, Because You Have Been With Me)।

বিশ্ব যুব জয়ন্তী: ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ ছিলো ঘোষিত মুক্তির পুণ্যবর্ষ। এই বর্ষের সমাপ্তিপর্বে, পোপ ২য় জন পৌলের আহ্বানে গোটা বিশ্ব থেকে তিন লাখ যুবক ভাতিকানে সাধু পিতর মহামন্দির চত্বরে সমবেত হয়েছিলেন- সেটাই ছিলো প্রথম বিশ্ব যুব জয়ন্তী। পোপ বিশ্ব যুব দিবসের ঘোষণা দেন ২০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ এবং প্রথম বিশ্ব যুবদিবস পালিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরীতে। আর মূল বিষয় ছিলো, "বরং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রভুর, অর্থাৎ, খ্রিস্টের জন্যে পেতে রাখ শ্রদ্ধার আসন। অন্তরে তোমরা যে আশা লালন করছো, সেই আশার ভিত্তিটা কি, যখন যে কেউ তা জানতে চাক না কেনো, তোমরা তার উত্তর দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থেকো। তবে উত্তর দিয়ো সবিনয়ে, সমুচিত সম্মান দেখিয়ে" *(১ পিতর ৩:১৫)*। সর্বশেষ বিশ্ব যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে আগস্ট ১-৬ তারিখে। ১৬তম বিশ্ব যুব সম্মেলন, লিসবনের মূলভাব বেছে নেওয়া হয়েছিলো, "মারীয়া এবার বাড়ি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদা প্রদেশের একটি শহরের দিকে তাড়াতাড়ি হেঁটে চললেন" *(লুক ১:৩৯)*। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব যুব দিবস স্থাপনের পর থেকে প্রতি বছর স্থানীয় ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয়ভাবে যুব দিবস পালিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে সাধারণত প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর এবং ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে বিশ্ব যুব দিবস পালিত হয়ে আসছে।

কোরীয় বিশ্ব যুব দিবস প্রস্তুতি: আগামী ২০২৭ কোরীয় বিশ্ব যুব দিবস হবে ১৭তম বিশ্ব যুব দিবস। সিউলের আর্চবিশপ পিটার সোন-তাইক চুং গত সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আগামী বছর রোমে অনুষ্ঠিত মিনি বিশ্ব যুব সম্মেলনে কমপক্ষে এক হাজার কোরীয় যুবক অংশ নিবে- যেনো তারা এ তীর্থযাত্রার মধ্যদিয়ে আশা, বিশ্বাসে খ্রিস্টের সান্নিধ্য লাভ ক'রে বিশ্ব মণ্ডলীর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। তিনি বলেন, এই প্রথম একটি অখ্রিস্টান দেশে বিশ্ব যুব দিবস অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় মোট কাথলিক খ্রিস্টানদের সংখ্যা ৬০ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ১১ শতাংশ মাত্র। কোরিয়ান রিসার্চ জার্নাল দেশের ধর্মীয় জনসংখ্যা নিয়ে এক সমীক্ষা শেষে জানিয়েছে যে, বর্তমানে প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ ধর্মকর্ম অনুশীলন থেকে বিরত রয়েছে। কোরীয় যুদ্ধের পর (১৯৫০-৫৩) দক্ষিণ কোরিয়া খুব দ্রুত এশিয়ার অন্যতম ধনী দেশে পরিণত হয়ে পড়ে। আর্থিক স্বচ্ছলতা ধর্মের প্রতি অনীহার প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয়।

শিরোনাম পর্যালোচনা: শিরোনাম ঘোষণার সময় কার্ডিনাল কেভিন ফারেল বলেন, বিশ্ব যুবদিবস কোরিয়া ২০২৭ এবং মিনি বিশ্ব যুব দিবস রোম ২০২৫, এ দুই পর্বের শিরোনাম, "সাহস হারিয়ো না, আমি সংসার জয় করেছি" এবং "তখন তোমরাও সাক্ষ্যি দেবে, কারণ তোমরা গোড়া থেকেই আমার সঙ্গে রয়েছো" যেখানে মূল ধারণা হলো "সাহস" এবং "সাক্ষ্যদান" মূলত: উৎপত্তি হয়েছে খ্রিস্টের মৃত্যুজয়ের মধ্য থেকে। এ শিরোনাম বেছে নেওয়ার কারণ হতে পারে, বিশ্বটা দিন দিন বেশি মাত্রায় জাগতিক হয়ে পড়ছে। এতে করে যুবগোষ্ঠীর মধ্যে আশা, সাহস ও বিশ্বাসে জীবন যাপনে অনীহার সম্ভাবনা তৈরি জোরদার হচ্ছে। চার্চ মনে করে, যুব সমাজের জন্য চাক্‌চিক্য জীবন যাপন প্রচারের চেয়ে জীবনভিত্তিক অনুশীলন বেশি প্রয়োজন। কার্ডিনাল বলেন, যুবকদের জ্ঞানের চেয়ে সাক্ষ্যদান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পোপ হয়তো তাঁর বাণীর মধ্যদিয়ে যুবসমাজকে বলার চেষ্টা করবেন- যদি "সাহস" থাকে তবে বিশ্বের যতোসব সমস্যা সমাধান সম্ভব। দক্ষিণ কোরিয়ার কাথলিক বিশপ সম্মেলনীর বিধায়কদের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে যেটুকু অনুমান করা যাচ্ছে যা হলো- কোরীয় বিশ্ব যুব দিবসের টার্গেট হবে যুবকদের অনুপ্রাণিত করা। গত লিসবন বিশ্ব যুব সম্মেলনে চোখে পড়ার মতো বিষয় ছিলো- অধিক সংখ্যায় কোরীয় যুবগোষ্ঠীর উপস্থিতি। এছাড়া আগামী বছর রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মিনি বিশ্ব যুব সম্মেলনে কোরিয়া থেকে কমপক্ষে এক হাজার যুবক যুবতী অংশ নিতে যাচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা হচ্ছে কোরীয় বিশ্ব যুব সম্মেলনে, সম্ভব হলে দেশের সব কাথলিক যুবকদের একত্রিত করা। জাগতিকতার কারণে যুব সমাজের মধ্যে ধর্মের প্রতি অনীহা দিন দিন বাড়ছে। কাথলিক চার্চ বিশ্ব যুব সম্মেলনকে কাজে লাগাতে চান যেনো তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জেগে ওঠে। বিশ্লেষকগণ মনে করছেন, এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যুব সম্মেলনের শিরোনাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আর্চবিশপ সোন তাইক বলেছেন, "সিউল বিশ্ব যুব সম্মেলন শুধু একটা বৃহৎ জনসম্মেলন হবে তা কিন্তু নয়- এটা হবে যুব সমাজের একটা অর্থবহ যাত্রা, খ্রিস্টের সঙ্গে একাত্মতা, আধুনিক সমস্যা নিয়ে অনুধ্যান এবং অন্যায্যতার মোকাবেলা করা।" আর্চবিশপ আরো বলেন, "এটা হবে একটা মহা-উৎসব,

বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

দৌড়

ছনি মজেছ

সুবোধ! নামের সাথে বেশ মানিয়েই চলে বরাবর, ছিটে-ফোঁটা দুষ্টুমি থাকলেও তা খুব একটা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়না কারো জন্য। বাড়ির উঠোনের সাথে রাস্তার ধারের জায়গাটা তার খুবই প্রিয়, তার একমাত্র খেলার পৃথিবী বা ক্রীড়াক্ষেত্র। পাড়ার দু-একজন খেলার সাথি যারাই আছে বিকেল বেলাতে এইখানটাতে হানাদিতে না পারলে, সেই দিনটাই কেমন যেন নিরস বনে যেত। আজও সুবোধ, সে অপেক্ষাতে বসে বসে দোলনায় দুলছে; আম গাছের হেলে পড়া একটা কান্ডের সাথে ঠাকুর্দা খুব মজবুদ করে একটা দোলনা বেঁধে দিয়েছে ; উপর থেকে নাইলনের দড়িটাকে ঝুলিয়ে একটুকরো কাঠের তক্তার সাথে বেশ ভালোবাবেই বাঁধা আছে। পা-টাকে আলতো করে মাটির সাথে ঠেলে দিতেই বসে থাকা তক্তা সমেত একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার সামনে চলে আসে... এভাবেই সুবোধ দোলনাতে বসে বসে অলস দুলুনি দুলছিলো। রাস্তা দিয়ে টুং-টাং ঘন্টা বাজিয়ে একটা-দুটো রিকসার চাকার ক্যাচ ক্যাচ আর খটর-খট ঝাকুনির শব্দ তুলে কাছাকাছি এসে আবার কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে; সুবোধ বেশ মজা রিকসার এই চলে যাওয়া দেখে। মনে মনে প্রশ্ন জাগে; সেখানেও কি আমাদের মত মানুষ আছে, তারাও কি আমাদের মত রাস্তায় তাঁকিয়ে থাকে, আমাদের এই দিকে যারা আছি তাদের কথা ভাবে! দেখতে চায়? তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তাটা এভাবেই পাশ ঘেষে অনেক দূরে কোথাও মিশে গেছে, সেখানেও কি তার মত করে কেউ দোলনায় বসে খেলা করে? আরো নানা কত যে প্রশ্ন জাগে তার মনে!

"কি-গো দাদুভাই একা একাই খেলছ বুঝি? এই বন্ধুটাকে একবারও ডাকলেনা যে?" সুবোধ একবারও টের পেলনা কখন যে ঠাকুরদা তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। তার জগতের সত্যিকারের হিরো এই দাদাজান, তার পৃথিবী জুড়ে সমস্ত ভরসার নাম এই 'দাদাজান'। "কখন এলে দাদু, ডাকলেনা যে?" হো.. হো.. হো... দাদু সহাস্যে মজা নেয়, "তোমাকে দেখছিলাম দাদুভাই, দোলনায় দুলে দুলে রাস্তায় তাকিয়ে এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছিলে! কি-তোমার বন্ধুদের জন্য অপেক্ষায় তাকিয়ে ছিলে?" উত্তর না দিয়ে সুবোধ দাদুকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় "আচ্ছা দাদু এই রাস্তাটা কোথা থেকে এলো, আবার ঐ দিকে কোথায় মিলিয়ে গেলো? তুমি কি রাস্তাটা ধরে ঐ দিকে, অথবা ঐ দিকে গিয়েছ কোনদিন? বলনা দাদু!" দাদু কৌতুক ভরা গম্ভীরতা নিয়ে "খুব জটিল একটা প্রশ্ন করেছ; একটু ভেবে ভেবে বলতে হবে মনে হচ্ছে।" সুবোধ দাদুর মুখের দিকে তাঁকিয়ে থাকে হঠাৎ করেই হো.. হো..হা..হা... শব্দে হেসে উঠেন "তাহলে বলছি তোমায়!" কিছু একটা বলতে যাবে ঠিক তখন রাস্তা থেকে টিং..টিং..টিং..টিং ... ঘন্টার শব্দ, দুজনের দৃষ্টি সেদিকে চলে যায়। 'মোজাম্মেল' পেশায় একজন সরকারি পিয়ন, সাইকেলটাকে ডান পাশে রেখে হেন্ডেল ধরে আস্তে আস্তে বুলবুল সাহেবের পাশে এসে দাড়ান। 'আদাব দাদা!' বুলবুল সাহেবও প্রতি উত্তরে আদাব জানিয়ে সভাব সুলভ হাসিতে জানতে চান "কি খবর মোজাম্মেল, সব ভালোতো?" মোজাম্মেল বলেন 'জি, দাদা সব ভালোই আছে।' অনেক দিন হইল আপনার সাথে দেখা হয় না; পাশের গ্রামে যাইতে ছিলাম, আপনারে দেইখা তাই থামলাম।" সুবোধ তাদের দেখছিল, দুজনের কথাবার্তাও শুনছিল, মোজাম্মেলের সাথে চোখাচোখি হতেই হাসিমুখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "কেমন আছ দাদুভাই?" সুবোধ হাত জোড় করে "নমস্কার পিয়ন দাদু, আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন?" "নমস্কার নমস্কার আমি অনেক, অনেক ভালো দাদু! কিন্তু তোমার আর খেলার সাথিরা কোথায়? কাউরেত দেখতাছি না। "সুবোধ তেমনিই শান্ত ভঙ্গিতে জবাব দেয় 'ওরাও আসবে আরেকটু পরে; এখন দাদু আছেনত তাই একা একাই দোলনায় বসে দুলছিলাম।" ও... আইচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তাইলে তুমি অহন দোলনায় খেলা কর; আমি আর তোমার বুলবুল দাদু একটু কথা কই।" মোজাম্মেল আর বুলবুল সাহেব বেশ অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চালান এর পর একসময় আবার সাইকেলটাকে ডানপাশে রেখে হ্যান্ডেল ধরে ঠেলে ঠেলে রাস্তার উপরে উঠে চড়ে বসেন, ডান প্যাডেলে পা চালিয়ে সাইকেল নিয়ে চলে যেতে থাকেন রাস্তা ধরে অন্য কোনো ঠিকানার উদ্দেশে। সুবোধ পিয়ন দাদুর চলে যাওয়া পথের দিকে তাঁকিয়ে থাকে, আলতো মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে কিভাবে পিয়ন দাদু রাস্তায় চলতে চলতে কেমন ছোট হয়ে আসছে, একসময় আরো দূরে চলে গেলেন আরো ছোট হয়ে গেলেন তারপর একেবারে মিলিয়েই গেলেন, নাহ্! আর দেখা যাচ্ছে না। বুলবুল সাহেব কিছুটা সময় নাতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন যে, সড়ক ধরে হেঁটে চলা অচেনা লোক জনের ব্যস্ততা, চলতে থাকা প্রতিদিনের রিকসা আর অচেনা বাহনগুলোর চলতে চলতে দূরে কোথাও হরিয়ে যাওয়ার মাঝে কেমন একটা রহস্যের স্বাদ পাচ্ছে। ওর মনের ভেতরের কৌতুহলগুলো বুঝি নড়ে-চড়ে বেশ জেগে জেগে উঠতে চাইছে। বুলবুল সাহেব সুবোধের পাশে বসে, দোলনায় বসে থাকা সুবোধ তখনও দুরে সড়কটার শেষ প্রান্তের যতটুকু দেখা যায়, সেদিকেই তাকিয়ে আছে। এবার বুলবুল সাহেব কথা বলেন "জান দাদুভাই, আমাদের প্রত্যেকের জীবন অনেকটা এই সড়কের মত। এক প্রান্ত থেকে শুরু হয় আর অন্য প্রান্তে যেতে যেতে আমরা; জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, কর্ম করে যাই তারপর এক সময় হাড়িয়েই যাই, শুধু কর্মফলটাই রয়ে যায়।" সুবোধ কিছুটা বুঝল আর অনেকটাই তার কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেল, দাদুর মুখ থেকে আরো কিছু শোনার অপেক্ষায় ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দাদু শান্ত হেসে সুবোধের কাছে এসে দোলনা থেকে নামায়, তারপর তার হাত ধরে হেঁটে ধীরপায়ে ক্রীড়াঙ্গণ পেরিয়ে সড়কটার সামনে এসে দাঁড়ায়। "জান দাদুভাই! আমাদের প্রত্যেকের যেমন শুরু আছে, ঠিক তেমনি এর একটা সমাপ্তিও রয়েছে এবং এটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি! জন্মটা আমাদের সূচনা মাত্র আর মৃত্যু এর ইতি টেনে দিয়ে যায়। এ দুই এর মাঝে জীবনের গতিটা ঠিক যেন একটা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যাওয়ার মত।" সুবোধ প্রশ্ন করে "আচ্ছা দাদু তাহলে এই রাস্তাটাই কি আমাদের ঐ যে শেষ যেখানে মিশেছে, সেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে?" দাদু প্রতিউত্তরে বলেন "আমাদের সবার সময়টা এভাবেই কোন একটা প্রান্তে গিয়ে শেষ হবে কিন্তু রয়ে যাবে আমাদের কর্মগুলো-সৃষ্টিগুলো, যা আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের সমস্ত মহান স্মৃতিময় মুহূর্ত আর কর্মযজ্ঞের মহিমাতে।" সুবোধ সুধোয় 'এই কর্মটা কি দাদু?' বুলবুল সাহেব স্বস্নেহে সুবোধের মাথ ায় হাত বুলিয়ে বলেন "শিক্ষা অনেক বড় একটা সম্পদ, খুব বড় একটা অর্জন! মানুষ প্রতিনিয়ত তার জীবনে শিক্ষার চর্চা করে আসছে, শিক্ষা গ্রহণ করে চলছে। এই ধর তুমি আজ পিয়ন দাদুকে নমস্কার জানিয়েছ তার কুশলাদি জানতে চেয়েছ; এটা একটা ভদ্রতা এটা একটা সামাজিক সংস্কার। বিশেষ করে আমাদের খ্রিস্টীয় পরিবারে এটা পারিবারিক শিক্ষার মধ্যদিয়ে আমরা রপ্ত করি এবং চর্চা করি। ঠিক তেমনি শিশু বয়স থেকে মানুষ প্রথম স্কুলে যাওয়ার মধ্যদিয়ে লেখা-পড়ার চর্চা আরম্ভ করে; সেখানেও নিয়মানুবর্তিতা, সহবত, নৈতিকতা, মূল্যবোধ নিয়ে শিক্ষক মণ্ডলী নানাবিধ শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। যেমনটি তুমি তোমার মিশনারীজ স্কুলে পাচ্ছ, আর এভাবেই একজন মানুষের ছাত্র জীবনের রাস্তা প্রস্তুত হতে থাকে। পাশাপাশি পরিবার, সমাজ, বন্ধু, পরিবেশ থেকেও মানুষ ক্রমাগত

শিক্ষা নেয় ভবিষ্যতের জন্য বা ভবিষ্যতের পথটাকে আরো সুন্দর আর মসৃণ করতে। এভাবে প্রতিটা মানুষের পথ চলা অব্যাহত থাকে যতদিন না তার শেষ সময়টা বা তার পথ চলার শেষ প্রান্তের সময়টাতে না পৌছায়।"

"আচ্ছা দাদু আমি কখন আমার পথে হাঁটবো?" বুলবুল সাহেব মৃদু হেসে " তুমিতো তোমার রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করে দিয়েছ।" সুবোধ অবাক হয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকায় তারপর ধীরে ধীরে মাটির সড়কটাকে পায়ের কাছ থেকে চোখ তুলে সেই যেখানে গিয়ে মিশে গেছে সেই দূর অজানা যায়গাটা সেদিকে তাকিয়ে থাকে। বুলবুল সাহেব নাতির দিকে তাকিয়ে দেখেন, একটু ঝুকে তাকে আবার বলতে থাকেন "তোমার জন্মের পর পরিবার থেকেই তোমার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে! তোমার আচার-ব্যাবহার, আচরণ, কথা-বার্তা, ছোট ছোট দায়িত্ব-কর্তব্যের মত অনেক কিছুই পরিবার থেকে নানা রকমের চর্চার মধ্যদিয়ে অজান্তেই শিখে নিয়েছো। এ হলো জীবনের প্রথম দিকের কিছু পদক্ষেপ, তার পর স্কুলে যাচ্ছ লেখাপড়া শিখছো, তোমার জ্ঞানভাণ্ডারের পূর্ণতা আসছে; পাশাপাশি তুমি বন্ধু, সমাজ, প্রকৃতি থেকেও নানা বিষয়ে অনেক ধারণা নিয়ে তোমার জানার জগতটাকে আরো সমৃদ্ধ করছো। আর এসব হলো সে সব পদক্ষেপ যার মধ্যদিয়ে তুমি তোমার রাস্তায় হেঁটে চলছো। এভাবেই তুমি চলতে থাকবে সামনের দিকে, ধীরে ধীরে ভালো-মন্দের পার্থক্যটাও বুঝতে পারবে; পরিবার, সমাজ, বন্ধু, স্বজন আর দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ তোমাকে ভালো কিছু করার প্রতি সবসময় অনুপ্রাণিত করবে। তারপর একটা সময় আসবে যখন তুমি তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে যাবে আর তখনই শুরু হবে তোমার কর্মজীবন, আর এই কর্মজীবনে মানুষ এমন কিছু কীর্তি রেখে যায় যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাকে স্বরণীয় করে রাখে। যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, বেগম সুফিয়া কামাল, সাধ্বী মাদার তেরেজা সহ আরও অনেক মণীষী।" সুবোধের সারা দেহে কেমন যেন একটা উত্তেজনা খেলা করছে, দাদুর প্রত্যেকটা কথা যেন তার বুকের ভেতরের কোন এক কোনে ছোট ছোট আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে জ্বলে উঠছে। অজান্তেই তার মুখমন্ডলে একটা দীপ্তি খেলে বেড়াচ্ছে, চোখ দুটো চক চক করছে, যেন অজানা সুন্দর একটা গন্তব্যের আগাম রাস্তা আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছে। ঠিক যেমন করে সড়কটা ঐ দুর অজানায় সবুজ রেখার মধ্য গিয়ে মিশে গেছে, তারও গভীরে অনেক গভীরে, ঠিক সেখানটা পাড় হতে পারলেই তার জন্য অপেক্ষায় আছে তার নিজের সোনালী ভবিষ্যৎ। চোখের সামনেই যেন সেই উজ্জ্বল আভাটাকে দেখতে পাচ্ছে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে যাবে তখনই কজন পরিচিত সুহৃদের ডাকে পেছন ফিরে তাকায়। বুলবুল সাহেবও ফিরে তাঁকান, সুবোধের বন্ধুরা- আকাশ, বিন্দু আর নিলা ছুটে আসছে। সুবোধ পেছন থেকে চোখ ঘুরিয়ে সামনের চলে যাওয়া সড়কটার দিকে আবার তাকায়, কেমন এক অজানা রহস্যময় আকর্ষণ হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে ! যেন বলছে ছুটে চল, ছুটে চল! সুবোধ এবার দাদুর দিকে তাকায়, দাদুও তার দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক যেন মনের কথাটা পড়ে নিলো এক ঝটকায়; দাদু মাথা নেরে মৃদু হেসে সম্মতি জানায়। আর তাকে পায় কে! সুবোধ সড়ক ধরে বন্ধনহীন দৌড়ে ছুটতে থাকে, পেছন থেকে ওরাও বুলবুল সাহেবকে পার করে সুবোধের পেছন পেছন ছুটতে থাকে। বুলবুল সাহেব পরম স্নেহে তাদের ছুটে যওয়া পথটাতে তাকিয়ে থাকেন, মনের গভীরে কেমন এক ভালোলাগার আবেশ তাকে প্রশান্তির দোলা দিয়ে যায় তবুও তিনি তাকিয়ে থাকেন সড়ক ধরে ছুটে চলা শিশুদের দিকে; ওরা ছুটছেতো ছুটছেই মুক্ত অন্তহীন বাঁধাহীন দূরে মিলিয়ে যাওয়া এই সড়ক ধরে ...।।

Urgent Job Opportunity

Post: Education Counsellor

Employment Status: Full-time

Workplace: Work at Baridhara Head Office

Educational Requirements: Masters degree in any discipline, preferably in English/Journalism/MBA

Age: 24-32 **Gender:** Male/Female **Positions:** 2

Skills :

- Excellent Writing and Speaking Skills in English
- Outstanding Computer typing Skills with internet and social media communication network and
- Pleasing Personality with self-motivation and having learning attitude

Salary: Negotiable
Application Deadline:
Only serious candidates are requested to send the CV on or before October 14, 2024,Monday, 07:00p.m. at the email: gvabd.edu@gmail.com

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS
Head Office:

জব ভিসা
(গ্যারান্টি সহকারে)

ইউরোপ ও জাপানে সীমিত সংখ্যা
আজই যোগাযোগ করুনঃ
+88 01894-787125
+88 01827-945248
+88 01718-885801

Study Abroad Destinations:

Australia/New Zealand/Canada/USA/UK/Japan/South Korea & European Schengen Countries.

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

বিজ্ঞ/২৪০/২৪

সহানুভূতি

সিস্টার কিমি লিউয়েন গমেজ এসসি

স্পর্শিয়া তার বাবা-মার একমাত্র সন্তান। জন্মের পর থেকেই বাবা-মা খুব আদর-যত্নে তাকে বড় করেছে এবং এমন কোনো আবদার নেই যা পূরণ করা হয়নি। প্রতি রবিবারে গীর্জা থেকে আসার সময় সে লক্ষ্য করে রাস্তায় কত গরীব-দুঃখী ভিক্ষা করছে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। তাদের যত্ন নেবার কেউ নেই। ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা ছেঁড়া কাপড় পরে নোংরা অবস্থায় খেলাধুলা করছে। এইসব করুণ দৃশ্য দেখে তার খুব মায়া হলো কিন্তু সে তার বাবা-মাকে কিছুই বলল না। একদিন হলো কি স্পর্শিয়া যখন উঠানে খেলা করছিল কে যেন বাড়ীর প্রধান ফটকে সজোড়ে শব্দ করল। দরজা খুলতেই স্পর্শিয়া দেখতে পেল একজন গরীব দিনমজুর, কাঁধে মাটি কাটার কোদাল এবং ঝুড়ি। লোকটি তাকে বলল, "মা কয়ডা পয়সা দেও। কয়ডা ভাত খামু। সারাদিন কোনো কাম পাই নাই।" তাকে দেখে স্পর্শিয়ার খুব খারাপ লাগলো। সে বলল, "একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।" সে আশা নিয়ে দৌড়িয়ে তার মায়ের কাছে গেল এবং বলল, "মা গেইটে একজন গরীব লোক এসেছে টাকা চাচ্ছে, কিছু টাকা দেবে?" তার মা রাগান্বিত সুরে উত্তর দিল, "কিছু দিতে পারবো না। আমি এখন অনেক ব্যস্ত। তাকে বলো চলে যেতে।" স্পর্শিয়া তার মায়ের কথায় খুব কষ্ট পেল কেননা তার খুব ইচ্ছা ছিল লোকটিকে সাহায্য করার। সে এখন লোকটিকে কি বলবে তা ভেবে পাচ্ছে না। দরজা খুলে সে বলল, "মা তো বাড়ী নেই তাই কিছু দিতে পারবো না, মাফ করেন।" লোকটি উত্তরে বলল," কিছু হইব না মা, ঈশ্বর তোমারে আশীর্বাদ করুন। তুমি জীবনে সুখী হও।" এই বলে হাসি মুখে লোকটি বিদায় নিল। স্পর্শিয়া খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। সে মনে মনে ভাবল, "আমি তো লোকটিকে কোনো সাহায্য করেনি বরং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কিছু না দিয়েই বিদায় করেছি। তবে কেন সে আমাকে আশীর্বাদ করল, আমার ভাল চাইল!" সেই দিন স্পর্শিয়া গরীব লোকটির কাছ থেকে খুবই সুন্দর একটি শিক্ষা পেল: হাসি মুখে জীবনের সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করা এবং আশাহত না হয়ে ঈশ্বরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা। স্পর্শিয়া প্রতিজ্ঞা করল সে বড় হয়ে গরীবদের জন্য কিছু করবে। এখন সে কলেজের একজন ছাত্রী। পড়াশোনা নিয়ে শত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ছোটবেলার অঙ্গীকার সে একদমই ভুলেনি। নিজের হাত খরচের টাকা জমিয়ে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে সে বন্ধুদের নিয়ে রাস্তার পাশে পরে থাকা গরীব-দুঃখীদের মাঝে টিফিন বিতরণ করে। গরীব শিশুদের সামান্য আনন্দ দেবার জন্য খেলাধুলার আয়োজন করে। তাদের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত সে উপভোগ করে।

প্রিয় বন্ধুরা, স্পর্শিয়ার মত আমরাও পারি অন্যের জন্য কিছু করতে। অন্যের প্রয়োজনে পাশে থেকে সহানুভূতি প্রকাশ করতে যা তাদের মুখে হাসির কারণ হতে পারে। বর্তমান ছাত্র সমাজ এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে বিগত কয়েকদিনে ভয়াবহ বন্যায় কবলিত অভাবি মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কাজে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। নিজ নিজ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও থেকে ত্রাণ-সামগ্রী সংগ্রহ করেছে। এমনকি অর্থ সংগ্রহ করার জন্য অন্যের কাছে হাত বাড়াতে তারা কার্পণ্য বোধ করেনি। তাদের এই অবদান সত্যিই সমাজে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে। তাই আসুন আমরা নিজ নিজ স্থান থেকে আমাদের সাধ্য অনুযায়ী অন্যের দিকে সহানুভূতিমূলক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই যা অন্যকে জীবনে এগিয়ে চলার আশ্বাস যোগাবে।

শিক্ষকের আদর্শ

সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

এসেছিলে যখন তুমি এই পরিবারে
অভিবাদন জানিয়েছিলাম
বুক ভরে তোমারে,
কত আনন্দ, কত মজা,
করেছি তোমার সাথে
ভুল যদি করে থাকি ক্ষমা করে দিও আমারে।
আজ তুমি বিদায় নিয়েছ,
বলেছ, ভালো থেকো, সৎ পথে থেকো,
ন্যায়ের সাথে থেকো
তোমার এই স্মৃতিগুলো রাখব এই মনে,
ভুলে থাকায় যদি এত সহজ হতো,
রাখত কে মনে?
হয়তবা, দেখা হবে পথের অলিতে-গলিতে,
দেখা হলে টেনে নিও, মনের গভীরেতে।
হয়তোবা, বাকি সবার মতো ভালোবাসতে পারিনি তোমাকে
শেষ বিদায়ে জড়িয়ে ধরতে
পারিনি তোমাকে।
তবে আশাবাদী হয়ে থেকো তুমি,
শিক্ষিকা হিসেবে আমার প্রতি তোমার চাওয়া
পূরণ করব আমি।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কোয়েল গমেজ
শ্রেণি: ৭ম

ভাটারা ধর্মপল্লীর অধীনস্থ খিলক্ষেত গির্জার প্রতিপালিকার পর্বপালন ও পবিত্র সংস্কার প্রদান

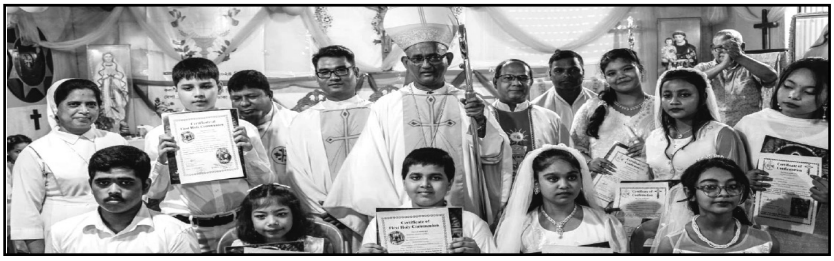

ফাদার শামুয়েল সরেন টিওআর : প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত ভাটারা ধর্মপল্লীর অধীনস্থ খিলক্ষেত গির্জার প্রতিপালিকার পর্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়। শোভাযাত্রা সহকারে পৌরহিত্যকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ, ভাটারা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত, সহকারী-পালপুরোহিত, ফ্রান্সিসকান টিওআর সম্প্রদায়ের তিনজন পুরোহিত এবং একজন ওএলএস সিস্টার ও উপস্থিত অন্যান্য খ্রিস্টভক্তগণ সহ গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর যথারীতি পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ মহোদয় তাঁর সহভাগিতায় বলেন, "আমরা যেন কলকাতার সাধ্বী তেরেজার মত আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকি এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ, ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিতে পারি।" খ্রিস্টযাগের মধ্যে সাতজন প্রথম খ্রিষ্টপ্রসাদ ও চারজন হস্তার্পণপ্রার্থী বিশপ মহোদয়ের কর্তৃক পবিত্র সংস্কার গ্রহণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ শেষে সংস্কার গ্রহণকারীরা বিশপ মহোদয়ের নিকট হতে সংস্কার সনদ ও অন্যান্য উপহারসহ বিশেষ আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এরপর সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ বিশপ মহোদয়ের আশীর্বাদ গ্রহণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সকলের মাঝে পর্বীয় বিস্কুট বিতরণ করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে প্রায় ১৩৫-১৪০জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ কাথলিক ষ্টুডেন্ট মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৪

আকাশ গোমেজ: বিগত ১২-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ (বিসিএসএম) এর বরিশাল ডাইওসিসের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সেক্রেড হার্ট পাস্টরাল সেন্টার, গৌরনদীতে । মূলসুর ছিল: "A united youth of efforts toward green globalization and equity in society"। বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের ৬টি ইউনিট থেকে ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী, কমিশন সদস্য, ফাদারগণ, সিস্টারগণ সহ মোট ১১৪জন বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভার যাত্রা শুরু করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার সৈকত বিশ্বাস, যুব সমন্বয়কারী, আরএনডিএম, এলএইচসি, এসএমআরএ সিস্টারগণ। এসময় পরিচয়পর্বের পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিট তাদের বিগত বছরের ভিজুয়াল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বিগত একটি বছরে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং আগামী দুই বছরের জন্য নতুন ইউনিট প্রতিনিধি মনোনয়ন করা হয়। এরপর **"প্রার্থনা বর্ষ ও মণ্ডলীতে যুবাদের নেতৃত্ব"**এই মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। তিনি জুবিলী বছরে যুবাদের ভূমিকা নিয়ে অনেক বাস্তবমুখী সহভাগিতা করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে মি: তন্ময় ডি' কস্তা সহভাগিতা করেন বিসিএসএম-এর ইতিহাস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিসিএসএম এর নীতি মালা। এছাড়াও ছিল ইউনিট ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও উপস্থাপন, স্টাডিশেসন এবং রোজারি মালা প্রার্থনা।

সমাপনী খ্রিস্টযাগ এবং সাংকৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় সহযোহিতায় ছিলেন ডাইওসিসান যুব কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্জন ধ্যান

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি: বিগত ২০ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার "মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী এর আয়োজনে, যুব ও শিক্ষক গঠন কর্মসূচি, কারিতাস বাংলাদেশ, রাজশাহী অঞ্চলের সহযোগিতায় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মধ্যে ভিকারিয়ায় অবস্থিত সাতটি স্কুল হতে আগত মোট ৪০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে অর্ধবেলা ব্যাপি ধর্মপ্রদেশীয় বার্ষিক শিক্ষক নির্জনধ্যান ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আসন গ্রহণ ও তিন ধর্মের আলোকে পবিত্র গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করার পর সকল শিক্ষকদের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ফাদার জন মিন্টু রায় ও ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি।

নির্জন ধ্যানের শুরুতেই অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্যে ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলেন যে, আমরা আমাদের সেবা দায়িত্ব নিয়ে অতি মাত্রায় ব্যস্ত থাকি। অনেক সময় নিজেদের দিকে তাকানোর সময় পাইনা। আজ সুন্দর একটা সময় পেলাম যেখানে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকা

হিসাবে নিজেদের নিয়ে একটু মূল্যায়ন করতে পারি।

অর্ধবেলা নির্জন পরিচালনা করেন সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাদার জন মিন্টু রায়। তিনি অত্যন্ত সুন্দর, দক্ষতা ও সাবলীল ভাষায় বিষয়টি ফুটিয়ে তোলেন। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, প্রতি জন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে হতে হবে সৎ চরিত্রবান, আর্দশ শিক্ষক, নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি যত্নবান, সময়ানুবর্তীতার প্রতি থাকতে হবে সচেতনতা। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকগণ সমাজের বিবেক স্বরূপ।

পরিশেষে, ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সকল অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, কারিতাস কর্মীবৃন্দসহ নির্জনধ্যান পরিচালক ফাদার জন মিন্টু রায়কে শুভেচ্ছা উপহার প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিদাতা হাই স্কুলের পক্ষে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নির্জনধ্যানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল এর পর্ব উদযাপন

চয়ন এস রোজারিও: দরিদ্রদের ভালোবাসুন মানুষের সেবা করুন মুলসুরের আলোকে গত ২৭ সেপ্টেম্বর সোসাইটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল এর পর্ব উপলক্ষে ঢাকা আরসি এবং তেজগাঁও কনফারেন্স সারাদিন ব্যাপি আঞ্চলিক সম্মেলন এর আয়োজন করা হয়। ঢাকা অঞ্চল থেকে মোট ২৭ টি কনফারেন্স এর সদস্য/ সদস্যা এবং তেজগাঁও কনফারেন্স এর ৮০ জন বেনিফিসিয়ারি সহ সর্ব মোট ২০০ জন এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বেনিফিসিয়ারিদের মধ্যে পর্ব উপলক্ষে নগদ আর্থিক সাহায্য বিতরণ করা হয়।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীর সংবাদ

ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার উত্তম রোজারিও: গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, রবিবার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনাসহ মথুরাপুর ধর্মপল্লীর প্রভাত তারা সংঘ এবং কাতুলী গ্রামের মারীয়া সংঘের মোট ৭০ জন সদস্যা পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও অর্ধদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী।

উপদেশে ফাদার বলেন, "ধন্যা কুমারী মারীয়া আমাদের স্বর্গীয়া মা। তিনি তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই অপাপবিদ্ধা। তিনি নির্মলা। তিনি তাঁর জীবনে শত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করে আমরাও ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান হয়ে উঠতে পারি।"

খ্রিস্টযাগের পর কেক কাটা এবং বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কাতুলী গ্রামের মায়েরা। পাল-পুরোহিত মহোদয়ের ধন্যবাদ বক্তব্য এবং দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের পর্ব উদ্‌যাপন

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, শুক্রবার পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও দিনব্যাপী নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মথুরাপুর ধর্মপল্লীর এসভিপি সোসাইটি/ আন্দোলনের সদস্য-সদস্যাগণ তাদের প্রতিপালক সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের পর্বদিবস পালন করেন। দিবসের শুরুতেই পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী। উপদেশে তিনি বলেন: "সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল আর্তমানবতার সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আদর্শে মানব সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে আমরা প্রত্যেকেই আদর্শ খ্রিস্টানুসারী হতে পারি।"

পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, রোগী বাড়িতে রোগীদের সাথে সাক্ষাৎ, প্রার্থনা ও উপহার প্রদান সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন (মনোনয়নের মাধ্যমে), সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ ও মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে বিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, শনিবার মথুরাপুর ধর্মপল্লীর অন্তর্গত সেন্ট রীটাস্ হাই স্কুলে সারা দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে বিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী এবং প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সেবাস্টিয়ান রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ এবং যোয়াকিম গমেজ।

সভাপতি ও অতিথিদের শুভেচ্ছা প্রদান, আসন গ্রহণ, জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিস্টার মেরী খ্রীষ্টেল এসএমআরএ। দিবসের বিবিধ কর্মসূচীর মধ্যে ছিল: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য, রম্য বিতর্ক এবং প্রীতি ভোজ।

প্রয়াণের চতুর্থ বর্ষ

প্রয়াত আব্রাহাম গিলবার্ট ফ্রান্সিস
জন্ম: ১ মে, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি
নিবিয়া গেল কোণের বাতি -
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই..."

প্রয়াত এরিক ফ্রান্সিস
জন্ম: ৪ মার্চ, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

তোমাদের ডাক পড়েছিল, তাই আমরা তোমাদের ধরে রাখতে পারিনি। চলে গেছ ভালোবাসার বাঁধন ছিঁড়ে। ঘাতক করোনা তোমাদের জীবন বাতি নিনিয়ে দিল। দেখতে দেখতে চার চারটি বছর পার হয়ে গেল। ভুলতে পারিনা গ্রাম থেকে আসার সময় তোমার বলা সেই কথাগুলো "এটাই আমার শেষ যাওয়া, আমি আর কোন দিনও এ বাড়িতে ফিরে আসব না।" তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে তোমার জীবন বাতি নিবে আসছে। কিন্তু এরিক তো চায় নি, ও ঘরে ফিরতে চেয়েছিল। তারও ফেরা হলো না। তোমরা আমাদের অন্তরে নীরবে নিভৃতে আছো অম্লান, আছো আমাদের নিত্য দিনের প্রার্থনায়। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো, বিশেষ করে এ প্রজন্মকে। ওরা যেন তোমাদের জীবনাদর্শে বেড়ে ওঠে। স্বর্গীয় নাগরিত্বে অনন্ত শান্তিতে থাক তোমরা, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

তোমাদেরই
শোকার্ত ফ্রান্সিস পরিবার

বিজ্ঞ/২২৮/২৪

বড়দিন সংখ্যা ২০২৪ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর **"বড়দিন সংখ্যা ২০২৪"** নতুন আঙ্গিকে ও নতুন পরিসরে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২৪ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (**প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম**) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (**খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গণ**) **পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।**

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:

১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।

৩. লেখা কম্পোজ করে, Sutonny MJ ফন্টে এবং MS Word 97-2003 Document-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তা ছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।

৫. লেখা মান সম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার,ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 36
Regd. No. DA-33
❖ 6 - 12 October, 2024, ২১ - ২৭ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

ফাতেমা রাণীর তীর্থে আমন্ত্রণ

সম্মানিত সুধী,

সকলের প্রতি রইল **বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান** থেকে খ্রিস্টীয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আসছে **৩১ অক্টোবর - ০১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার** ময়মনসিংহ ধর্মপ্রেদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হবে। এ বছরের মূলসুর: "প্রার্থনার প্রেরণা ফাতেমা রাণী মা মারীয়া: যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একত্রে বাস করে।"

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে চান, মিশার উদ্দেশ্য ও তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান দিতে আগ্রহী, তারা দয়া করে নিম্নে উল্লেখিত নম্বরগুলোর মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। **পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, মিশার উদ্দেশ্য সর্বনিম্ন ২০০ টাকা।**

মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

খ্রীষ্টেতে

ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)
বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি
মোবাইল: ০১৯১৬-৪২৪৪৩৮ বিকাশ
ফাদার নরবার্ট গমেজ : ০১৬১৮-৩৪৩৬২৭ বিকাশ

অনুষ্ঠানসূচী

অক্টোবর ৩১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

পাপস্বীকার	: ০২:০০ মিনিট
পবিত্র খ্রিস্টযাগ	: ০৪:০০ মিনিট
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা	: ০৮:০০ মিনিট
সাক্রামেন্টের আরাধনা ও আলোর শোভাযাত্রা	: ১১:৩০ মিনিট

নভেম্বর ০১, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

জীবন্ত ক্রুশের পথ	: ০৮:০০ মিনিট
মহাখ্রিস্টযাগ	: ১০:০০ মিনিট

বিজ্ঞ/২৩৭/২৪

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org